The Battale of Heart and Mind

ইসলাম ও কুফরের মধ্যকার

মনস্তাত্ত্বিক লড়াই

সংকলন ও সম্পাদনা

মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক খান

The Battale of Heart and Mind

ইসলাম ও কুফরের মধ্যকার

মনস্তাত্বিক লড়াই

সংকলন ও সম্পাদনা

মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক খান

Email: ishak.khan40@gmail.com

মোবাইল: ০১৭৪০১৯২৪১১

খান প্রকাশনী

দোকান নং ৩৮, ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

ফোন ০১৭৪০১৯২৪১১, ০১৬৭৭৪৭৭৮৩৪, ০১৭৫৩৫৬৩১১৫

স্বত্ব : সংরক্ষিত

প্রকাশকাল : নভেম্বর ২০১২

মূল্য ঃ ৬০ (ষাট) টাকা মাত্র

The Battale of Heart and Mind

PUB: KHAN PROKASHONI

PRICE: 60.00 TK. 3 DOLLAR (US)

https://kitabbhubon.com

সূচীপত্র

সংকলকের কথা ০৭
মুসলিম উম্মাহর ঐক্য : আমাদের অবস্থা ০৮
মনস্তাত্ত্বিক লড়াই ১৭
সিভিল ডেমোক্রেটিক ইসলাম ২৫
র‍্যান্ডের প্রথম প্রস্তাবনা: মডারেট মুসলিমদের লেখা বই, পুস্তক, প্রবন্ধ ইত্যাদি ভর্তুকী দিয়ে প্রকাশ করা ২৬

মডারেট মুসলিমের পরিচয়-

ক. গণতন্ত্রমনা হতে হবে ২৬
খ. মডারেট মুসলিমদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো "Acceptance of non-sectarian sources of law" ২৮
গ. মডারেট মুসলিমদের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হলো: "Respect for the rights of wmen and religious minorities" ২৮
ঘ. মডারেট মুসলিমদের ৪র্থ বৈশিষ্ট্য হলো: "Opposition to terrorism and illegitimate violence." ২৮

র‍্যান্ডের প্রশ্নপত্র: ২৯
১. এই ব্যক্তি বা দল কি সহিংসতা (অর্থাৎ জিহাদকে) সমর্থন বা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে? ২৯
এখন সমর্থন না করলেও অতীতে কি কখনো সমর্থন করেছে বা জিহাদকে কখনো ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখেছে? ৩০
২. তারা কি গণতন্ত্র সমর্থন করে? ৩০
৩. এরা কি (কুফফারদের রচিত) আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকারকে সমর্থন করে? ৩০
৪. এসব ক্ষেত্রে এরা কি কোনো ব্যতিক্রম করতে চায়? ৩০
যেমন ধর্মীয় স্বাধীনতার ক্ষেত্রে? ৩০
৫. এরা কি বিশ্বাস করে যে ধর্ম পরিবর্তন করা ব্যক্তিগত অধিকার? ৩০

https://kitabbhubon.com

৬. এরা কি বিশ্বাস করে যে শরীয়া নির্ধারিত ফৌজদারী দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন করা উচিত?.. ৩১
৭. এরা কি বিশ্বাস করে যে রাষ্ট্রের উচিত শরীয়া নির্ধারিত দেওয়ানী আইন বাস্তবায়ন করা?.. ৩১
৮. তারা কি মনে করে যে তাদের রাষ্ট্রে শরীয়া বহির্ভূত পছন্দ মাফিক অন্য কোনো আইনে বিচার প্রার্থনা করার সুযোগ থাকা উচিত?........................ ৩১
৯. তারা কি বিশ্বাস করে যে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকারও একজন মুসলিম নাগরিকের সমান? ৩২

র‍্যান্ডের দ্বিতীয় প্রস্তাবনা হলো, র‍্যান্ড মুসলিমদেরকে উদ্বুদ্ধ করা সাধারণ জনগণের জন্য বিশেষভাবে যুবক শ্রেণীর জন্য ব্যাপক বই পুস্তক লিখা ৩৪
র‍্যান্ডের তৃতীয় প্রস্তাবনা হলো, র‍্যান্ড মুসলিমদের মতাদর্শসমূহকে ইসলামী শিক্ষার সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা... ৩৪
র‍্যান্ডের চতুর্থ প্রস্তাবনা হলো, সংশ্লিষ্ট দেশের শিক্ষা সিলেবাস ও প্রচার মাধ্যমে তাদের ইসলাম-পূর্ব জাহেলী সভ্যতা সংস্কৃতির প্রচার প্রসারের মাধ্যমে এর চর্চাকে উৎসাহিত করা ৩৫
র‍্যান্ডের পঞ্চম প্রস্তাবনা হলো, মুসলিম জনগণের মধ্যে সুফীবাদকে জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য করে তোলা ৩৬
ক. বেআইনী, অবৈধ দলসমূহ ও তাদের কর্মকান্ডের সাথে তাদের সম্পর্ক প্রকাশ করা ৩৭
খ. তাদের সহিংস (জিহাদী) কর্মকান্ডের পরিণামগুলো জনসমক্ষে তুলে ধরা.. ৩৭
গ. মৌলবাদী, চরমপন্থি ও সন্ত্রাসীদের (অর্থাৎ মুজাহিদদের) প্রতি কোনো রকম সম্মান প্রদর্শন করা কিংবা তাদের কোনো প্রশংসা থেকে বিরত থাকতে হবে.. ৩৯
ঘ. তাদেরকে জনগণের সামনে মানসিক বিকারগ্রস্থ এবং কাপুরুষ হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে। প্রতিপক্ষের বীরযোদ্ধা হিসেবে উপস্থাপন করা যাবে না............. ৩৯
ঙ. মৌলবাদী ও সন্ত্রাসী (মুজাহিদ) ব্যক্তি ও সংগঠনের দুর্নীতি, কপটতা ও অনৈতিক বিষয়াদি সম্পর্কে তদন্ত করে (তাতে মিথ্যার প্রলেপ দিয়ে) জনসমক্ষে প্রকাশ করা.. ৪১
চ. মৌলবাদীদের (মুজাহিদদের) মধ্যে দলাদলি ও বিভাজন সৃষ্টি করা......... ৪৩
বুশের ইরাক আক্রমণ তাদের জন্য কি ফলাফল বয়ে এনেছে?................. ৫১
আমাদের করণীয়.. ৬০

https://kitabbhubon.com

সংকলকের কথা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার জন্য, যিনি বিচার দিসের মালিক। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সা., তাঁর পরিবারবর্গ, তাঁর সাহাবাগণ এবং সকল মুমিনের প্রতি।

বক্ষমান বইটি **শায়খ আনোয়ার আল আওলাকি রহ.** -এর ঐতিহাসিক ভাষণ The Battale of Heart and Mind এর বাংলা অনুবাদ।

আনওয়ার আল-আওলাকি রহ. ছিলেন একজন উঁচুমানের বিদগ্ধ মুসলিম আলেম যিনি নিউ মেক্সিকোতে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মাতা ইয়েমেনী। ইয়েমেনেই তাঁর জীবনের এগারো বছর কাল অতিক্রান্ত হয়। সেখানে তিনি ইসলামের উপর প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি ইয়েমেনের প্রখ্যাত আলেমগণের সান্নিধ্যে শরীয়াহ্-র উপর পড়াশোনা করতেন। এছাড়াও তিনি কলোরাডো স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বি.এস.সি. এবং সান ডিয়েগো স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে এডুকেশন লিডারশিপে এম.এ. ডিগ্রী অর্জন করেন।

আনওয়ার আল-আওলাকি কলোরাডো ক্যালিফোর্নিয়াতে ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরে ওয়াশিংটন ডি.সি.-তে অবস্থিত 'দারুল হিজরাহ' ইসলামিক সেন্টার এবং জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির মুসলিম প্রধান হিসেবে নেতৃত্ব প্রদান করেন। তাঁর বহুল জনপ্রিয় অডিও সিরিজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - "Lives of the Prophets", "The Hereafter", "The Life of Muhammad (saws)", "The Life and Times of Abu Bakr Al-Siddique (ra)", "The Life and Times of 'Umar Ibn Al-Khattab (ra)", "The Story of Ibn Al-Akwa", "Constants on the Path of Jihad", এবং আরও অনেক।

এই বইয়ের মূল বক্তব্যটি ইংরেজিতে একটি অডিও থেকে লিখিত হয়েছিলো। সেখান থেকে বাংলায় অনুবাদ হয়েছে, অনলাইনে বিভিন্ন ওয়েবে যার কপিও আছে। বিষয়টি বাংলাভাষাভাষীদের কাছে সাবলীল করার জন্য সংকলক ও সম্পাদকের পক্ষ থেকে অনেক ক্ষেত্রেই কিছু বাক্য, শব্দ বর্ধিত করতে হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে ভাবানুবাদ করতে হয়েছে। তবে সবসময়ই শায়খের মূল বক্তব্য এবং মূল ভাবকে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। আশা করি এই গ্রন্থনাটি মুসলিমদেরকে নতুনভাবে অনুপ্রাণিত করবে।

শায়খ আওলাকি রহ. কে মহান আল্লাহ সুবঃ জান্নাতের সর্বোচ্চ মাকাম দান করুন। আমাদেরকেও দীনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করার তাওফীক দিন। আমীন।

https://kitabbhubon.com

মুসলিম উম্মাহর ঐক্য আমাদের অবস্থা

মুসলিম উম্মাহ্ যে বিশ্বজুড়ে কি ভীষণ দূরাবস্থার মধ্য দিয়ে বর্তমান সময় অতিক্রম করছে তা সচেতন পাঠক ভালো করেই জানেন এবং উপলব্ধি করছেন। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি প্রান্তে প্রতিদিন মুসলিমরা জুলুম আর নির্যাতনের ষ্টিমরোলারে পিষ্ট হচ্ছে। বসনিয়া, চেচনিয়া, সোমালিয়া, লেবানন, ফিলিস্তিন, ইরাক, আফগান, কাশ্মীর, আরাকান, পাকিস্তানসহ মুসলিম ভূখন্ডগুলোতে আজ মুসলিমদের লাশের স্তূপ পড়ে আছে।

আবূ গারীব আর গুয়ান্তানামোর বন্দি শিবিরগুলো লাখো লাখো ফাতেমা আর আব্দুল্লাহদের আর্তনাদে প্রতি মুহূর্ত ভারী হয়ে উঠছে, কিন্তু তাদেরকে এই দূরাবস্থা থেকে মুক্ত করার জন্য বিশ্বের কোন প্রান্ত থেকেই আজ আর কেউ এগিয়ে আসছে না। আগ্রাসন শুরুর সময় সেখানে মুসলিমদের সারি সারি লাশ, ছিন্ন-ভিন্ন দেহ আর রক্তস্রোত দেখে তাৎক্ষণিকভাবে আমরা মৌন কিছু প্রতিবাদ জানাই, কিন্তু দু'দিন পর মিডিয়ায় তাদের খবর আসা বন্ধ হয়ে গেলে আমরাও নীরব হয়ে যাই। ইস্যু শেষ মনে করে আমরা আবার ঘুমিয়ে পড়ি গাফলতীর গভীর ঘুমে। কিন্তু কুফুরী শক্তির আগ্রাসন মিডিয়ার আড়ালে চলতে থাকে অব্যাহত গতিতে। খানিক পর তা বিস্তৃত হয় আরেক ভূখন্ডে। আবার প্রথম কয়েকদিন মুসলিম বিশ্বে খানিকটা বিক্ষোভ এরপর নীরবতা।
আজ মুসলিমদের ৫৭ টি ভূখন্ড আছে, কিন্তু একটি ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা নেই। অনেক শাসক আছে, কিন্তু একজন খলীফা বা ইমাম নেই। নামধারী ইসলামিক রাষ্ট্রের ৬৭ লক্ষ প্রশিক্ষিত এবং নিয়মিত সেনাবাহিনী আছে, কিন্তু মুসলিমদের নিরাপত্তা নেই। কারণ সেই সেনাবাহিনীকে জালিম কাফিরদের বিরুদ্ধে মার্চ করার নির্দেশ দেয়ার কেউ নেই।

বর্তমান বিশ্বব্যাপী মুসলিম উম্মাহর দূরাবস্থার অন্যতম কারণ যে নিজেদের মধ্যে বিভেদ-বিভক্তি আর অনৈক্য -এব্যাপারে আশা করি কোনো ভিন্ন মতাবলম্বীও দ্বিমত পোষণ করবে না। মুসলিমদের মধ্যে বিভিন্ন দল, উপদল ও ফেরকা তৈরী করা হারাম। মুসলিম উম্মাহ একটি দেহের ন্যায় এক ও ঐক্যবদ্ধ থাকাই ছিলো হাদীসের আলোকে বাস্তবিক দাবী। কিন্তু দুঃখজনক কারণে মুসলিমদের একটি জামাত বদ্ধ হয়ে থাকার বিষয়টি আজ সুদূর পরাহত। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ তো বটেই এমনকি এই বাংলাদেশেই ইসলামের জন্য স্বনামে ও নামহীনভাবে আন্দোলন ও কাজ করে যাওয়া দল ও সংগঠনের সংখ্যা ৫৫ টিরও উপরে।

https://kitabbhubon.com

এই সংগঠনগুলোর প্রত্যেকেই কুরআন-হাদীস থেকে মুসলিমদের এক ও ঐক্যবদ্ধ থাকার আবশ্যকীয় নির্দেশনার আয়াত ও হাদীসগুলো উদ্ধৃত করেন এবং তাদের সংগঠনে সকলকে যোগদানের কথা বলেন। পুরো মুসলিম উম্মাহকে এক জামাআত বদ্ধ হয়ে থাকার আবশ্যকীয়তার উপর যত হাদীস আছে সেই হাদীসগুলোকে তারা তাদের সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত থাকার জন্য কর্মীদের সামনে তুলে ধরেন। প্রত্যেকেরই ভাবখানা এমন যেন হাদীসগুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দলীয় কার্যালয়ে এসেই বলেছিলেন! প্রত্যেকেই 'ওয়া'তাসিমু... আয়াত পড়েন এবং এর দ্বারা তার সংগঠন আঁকড়ে থাকার জন্য নসীহত করেন। অনেকে মুসলিমদের এতো দল কেনো? দলাদলি ইসলামে হারাম বলে শেষ পর্যন্ত নিজেই আরেকটি নতুন দল ও সংগঠনের সূচনা করেন।

এটাও একটা পর্যায় ছিলো। বিভিন্ন দল ও সংগঠনের নেতা-কর্মীরা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতো। নিজেদের সাংগঠনিক দাওয়া ও প্রচার নিয়ে তারা সময় দিতো। কিন্তু ইদানিং সমস্যা আরো প্রকট আকার ধারণ করছে। একদিকে বিভিন্ন ইসলামী দলগুলোর উপর রাষ্ট্রীয় নির্যাতন-নিপীড়ন মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, অপরদিকে এই সকল ইসলামী সংগঠন গুলোর মধ্যেও এমন এমন মহান (!) ব্যক্তিদের আবির্ভাব ঘটছে, যারা নিজেদেরকে পজেটিভ দাওয়া তথা নিজের আদর্শ ও লক্ষ্য অন্যদের কাছে পৌঁছে দেয়া ও ছড়িয়ে দেয়ার পরিবর্তে অন্য দল, সংগঠন ও বিভিন্ন ব্যক্তিদের অহেতুক কঠোর সমালোচনা ও তীব্রভাবে তুলোধুনা করে প্রতিহত করতেই ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন।

সাম্প্রতিক সময়ে ইসলামী সংগঠনে এমন কিছু অতি উৎসাহী কর্মী, সমর্থক ও দ্বীনের বিশাল দায়ী'র সন্ধানও পাওয়া যাচ্ছে, যারা মুসলিমদের জন্য বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড় সমস্যা আমেরিকা এবং তার গণতান্ত্রিক জীবনব্যবস্থার জুলুম ও আগ্রাসন এবং দেশীয় ও আঞ্চলিক জালিম শাসকদের বিরোধীতার পরিবর্তে ছোট থেকে ছোট নফল ও মুস্তাহাব পর্যায়ের বিষয় নিয়ে তারই অপর কোনো মুসলিম ভাইকে তুলোধুনো করতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন। গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও ইসলামী সংগঠনের নেতৃবৃন্দের অনেকের কাছেই এমন কিছু ব্যক্তি আস্তানা গাঁড়ছে, যারা নিজেদেরকে ইতিপূর্বেকার অন্য সবার চেয়ে বেশি দ্বীনদার ও বিশ্বস্ত প্রমাণে মরিয়া। তাদের সততা ও আন্তরিকতায় সেই সকল শায়খ-মাশায়েখ এবং ইসলামী নেতৃবৃন্দ মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছেন। এরপর সেই সকল 'বিশ্বস্ত সহচরগণ' তাদের শায়খ ও শীর্ষ ব্যক্তিদেরকে ভুল তথ্য ও মিথ্যা কথার দ্বারা বিভ্রান্ত করছেন। তুলনামূলক কম

https://kitabbhubon.com

গুরুত্বপূর্ণ ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে তাদেরকে ব্যস্ত রাখছেন। তাদের দ্বারা অপর সংগঠন ও ইসলামী দলগুলো সম্পর্কে লেখাচ্ছেন, বিবৃতি দেয়াচ্ছেন। কেউ কেউ ব্যক্তিগত সামান্য কারণ ও বিরোধকে উম্মাহর সমস্যা আখ্যায়িত করে দ্বিমত পোষণকারীকে ইসলামের শত্রু আখ্যায়িত করছেন।
ফলে এখন ইসলামী দলগুলো নিজেদের মধ্যে একে অপরের উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের প্রতিযোগিতায় নামছেন। একে অপরের প্রতি আক্রমণ পাল্টা আক্রমণ করাকেই তাদের জন্য যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ হিসেবে গ্রহণ করছেন। সামান্য থেকে সামান্য বিষয় নিয়ে বিশাল থেকে বিশাল প্রচারণা তুলে ধরার প্রবণতা এবং যে কোনোভাবেই হোক না কেন, অন্য দল ও সংগঠনকে বাতিল, গোমরাহ, ইহুদীদের দালাল বলে নিজেকেই একমাত্র তাওহীদপন্থী, খালেস, হক প্রমাণের আকাঙ্খায় কেউ কেউ বাতাস দিচ্ছে, নিভু নিভু আগুনে কেরোসিন ঢেলে প্রজ্বলিত অগ্নিকুন্ডের সৃষ্টি করছে।

বর্তমান সময়ে আমাদের এই বাংলাদেশে কাজ করে যাওয়া ইসলামী সংগঠন অনেক হলেও খুব কম সংখ্যক দলকেই প্রকাশ্যে মাঠে-ময়দানে দেখা যায়। অনেক বড় বড় সংগঠন ছোটো খাটো কিছু ঘরোয়া কর্মসূচী পালন করলেও সঠিক সময়ে, উচ্চস্বরে রাজপথে নেমে জুলুম-নির্যাতন সত্ত্বেও অটল থেকে আন্দোলন অব্যাহত রাখা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় নি। যারা রাজপথে নেমেছেন তাদের উপর এসেছে জুলুম-নির্যাতনের ষ্টিম রোলার। আন্দোলনরত সংগঠনগুলো পরস্পরে একে অপরকে আঁড়চোখে দেখলেও, একে অপরকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে না পারলেও; রাষ্ট্রীয় এবং প্রশাসনিক নির্যাতন ভোগের ক্ষেত্রে সকলেই যে সমান তা এদেশের ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে নূন্যতম ধারণা রাখেন এমন সকলেই জানেন। কিন্তু তারপরও চরমতম দুঃখজনক বিষয় হলো তারা একসাথে আন্দোলনে আসতে পারছে না।

আরো সহজ ভাষায় বললে সকল দলই তাদের ভাষায় 'ইসলামের জন্যই' জুলুম নির্যাতন সহ্য করছে। পুলিশও তাদেরকে পেটাচ্ছে, জেলে দিচ্ছে, বৈদ্যুতিক শক দিয়ে, উল্টো ঝুলিয়ে নির্যাতন করে, রাতের পর রাত ঘুমাতে না দিয়ে, বিভিন্নভাবে নির্যাতন করছে একটিমাত্র কারণেই, তা হলো তারা ইসলামী রাজনীতি নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন যা শাসকগোষ্ঠীর পছন্দ নয়। যে সকল সংগঠন ও দল নামহীনভাবে কাজ করে যাচ্ছেন, শাসকদের জুলুম ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কথা বলছেন না বা প্রকাশ্যে কোনো কার্যক্রম পরিচালনা করছেন না, তাদের কেউ কেউ আপাতত: রাষ্ট্রীয় নির্যাতন মুক্ত থাকলেও এটি স্থায়ী অবস্থা নয়। তাদের সম্পর্কে কুফুরী শক্তি এবং তাদের

https://kitabbhubon.com

দোসররা অবগত হওয়া এবং প্রকাশ্যে কাজ করার আগ্রহ পোষণ করার সাথে সাথে তাদের উপরও নেমে আসবে জুলুম নির্যাতনের সেই একই ষ্টিমরোলার। এই সংগঠনগুলো এবং এধরণের অন্যান্য সংগঠন ও দ্বীনী দলগুলোর মধ্যে একটির সাথে অপরটির ব্যবধান খুব সামান্যই। প্রায় সকল সংগঠন এবং প্রতিটি সংগঠনের ৯৫% নেতা-কর্মীই ইসলামের জন্য কাজ করছেন। প্রত্যেকে নিজেদের জান-মাল দিয়ে কষ্ট করছেন একমাত্র আল্লাহকে খুশি করার জন্যই। কিন্তু তারপরও তারা এক হতে পারছে না।

কোনো ইসলামী দলই একেবারে ধোয়া তুলসী পাতা নয়। প্রত্যেক সংগঠনের মধ্যেই কিছু না কিছু অসম্পূর্ণতা ও ভুল থাকতে পারে। ইসলামী নেতৃবৃন্দ, শায়খ-মাশায়েখদের সকলেও নিষ্পাপ বা ভুলের উর্ধ্বে নন। তবে একটি ইসলামী দল, সংগঠন বা কোনো ব্যক্তি বিশেষের ত্রুটি সংশোধনের জন্য তাকে সরাসরি তীব্রভাবে কটাক্ষ করা, আক্রমণের পর আক্রমণ করে তাকে কোনঠাসা করে ফেলা, বিব্রত করে তোলা সংশোধনের পদ্ধতি নয়। অনেকে এমন আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে দাওয়া করেন বা তার অপর মুসলিম ভাইকে শোধরাতে চান, যা অনেক সময়ই শালীনতা ও ভদ্রতার সীমানা ভেঙ্গে দেয়। আর অশালীন ও অভদ্রভাবে কাউকে আক্রমণ করা হলে অনেকে ক্ষেত্রেই সেই ব্যক্তি নিজের ভুল বুঝতে পারলেও নিজের সম্মানের কথা চিন্তা করে আক্রমণকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধাচরণ করেন।

সবার মানসিকতা বা বিচক্ষণতাও যেহেতু এক রকম নয়, তাই মানুষ ভেদে একেকজনের আচরণ ভিন্ন হতেই পারে। তাই দায়ীর জন্য অপরিহার্য হলো, যদি কারো সমালোচনা করতেই হয়, কিংবা কারো কোনো ভুল শোধরানোর উদ্যোগ নিতেই হয় তবে তা এমনভাবে করা, যাতে করে সেই ভাই ও সেই দল নিজেদেরকে 'আক্রান্ত' মনে না করে। আপন ভাই হিসেবে অপর ভাইয়ের কল্যাণ কামনা করে তাকে শোধরানোর চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু অহেতুক ছুতা-নাতায় তীব্র আক্রমণ কখনই কাম্য নয়। এভাবে কেবলমাত্র আভ্যন্তরীণ বিভেদ ও কোন্দল বৃদ্ধি ছাড়া উম্মাহর অন্য কোনো ফায়দা কখনোই সম্ভব নয়। এর প্রমাণ অতীত ও বর্তমানে অনেক রয়েছে।
বর্তমানে এমন কিছু ভাইদের দেখা পাওয়া যাচ্ছে যারা না জেনে বা সামান্য জেনে কিংবা ভুল বুঝেও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছেন। এদের কেউ কেউ 'রফয়ে ইয়াদাইন' -এর মাসআলায় তাদের সাথে দ্বিমত পোষণকারীদেরকে অবলীলায় 'কাফের' বলে ফতোয়া দিতে সামান্যও দেরি করছেন না। এছাড়াও নামাজে আমীন আস্তে বা জোরে বলা, তারাবীহ নামাজের রাকাত সংখ্যা, ঈদের

https://kitabbhubon.com

তাকবীর ইত্যকার মতবিরোধপূর্ণ মুস্তাহাব ও নফল মাসআলায় ভিন্নমত গ্রহণকারীদের উপর নিজেদের পান্ডিত্য জাহির করে, নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে, মুসলিম উম্মাহকে তার মূল সমস্যা ভুলিয়ে অপ্রয়োজনীয় ও অনাবশ্যক কাজে ব্যস্ত রাখার অপপ্রয়াস পাচ্ছে। অথচ ইখতিলাফপূর্ণ এই সকল বিষয়ে পক্ষে বিপক্ষে উভয়ের কাছেই কুরআন ও সুন্নাহর দলীল রয়েছে। এমন বিষয়ে বাড়াবাড়ি করাটাই অনুচিত। কিন্তু তারা নিজেদের কর্মকান্ডে অনঢ়।

পক্ষান্তরে মহান আল্লাহর স্বার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ করে, আল্লাহর দেয়া আইন ও বিধান লংঘন করে, কুরআন ও সুন্নাহর পূর্ণাঙ্গ শাসনের পরিবর্তে নিজেদের মন মতো আইন ও বিধান দ্বারা দেশ পরিচালনার মতো সুস্পষ্ট কুফুরী কাজের পরও, আল্লাহর পরিবর্তে নিজেদেরকে রব ও ইলাহের আসনে বসানোর পরও মুসলিম উম্মাহর গাদ্দার শাসক আর জালিম সরকারগুলোকে ফাসিক বলতেও তারা 'শরম' পান। বরং নিজেদের সামান্য স্বার্থের জন্য অনেক সময় তারা আমেরিকার দোসর ঐ সকল তাগুত শাসকদের আনুগত্য করার জন্যই মুসলিমদেরকে নসীহত করতে উদগ্রীব হয়ে ওঠে। শাসকদের ইচ্ছা অনুযায়ী ফতোয়া দিয়ে তাদের 'গৃহপালিত' ভৃত্যের কাতারে নিজেদেরকে নামিয়ে আনেন। অথচ অনতিবিলম্বে এই সকল তাগুতকে অপসারণ করে ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করাই ছিলো মুসলিম উম্মাহ্র প্রধান দায়িত্ব।

এছাড়া কিছু শীর্ষ ইসলামী পন্ডিত ব্যক্তিও বর্তমানে মুসলিম সমাজে অনেকগুলো অপ্রয়োজনীয় ও তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মুসলিমদের এক বিশাল জনগোষ্ঠীকে ব্যস্ত রেখেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নূরের তৈরী না মাটির তৈরী? রাসূল হাজির নাজির কি না? ইত্যাদি বিষয়ে তারা বিশাল আয়োজন করে পক্ষে-বিপক্ষে গণজাগরণ তুললেও আসলে আমাদের সবার জন্য রাসূল সা. কে পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করাই যে প্রধান দায়িত্ব ছিলো, সেটি বলেন না বা রাসূলের সুন্নাহ ও জীবন পদ্ধতি অনুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা যে ফরজ সে বিষয়ে টু শব্দও করেন না।
বর্তমান বিশ্বপ্রেক্ষাপটে এই সকল অপ্রয়োজনীয় বিতর্কে মুসলিমদেরকে বিভোর রাখা ও তাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করার সহজ অর্থ হচ্ছে মুসলিম গণহত্যা অব্যাহত রাখতে কাফিরদেরকে সহযোগিতা করা। **কারণ মুসলিম উম্মাহর উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া কালবৈশাখী ঝড়ের এই ভয়াবহ রাতে 'মশার কামড়' থেকে বাঁচতে মশারী খোঁজা কিংবা সামনে দন্ডায়মান হিংস্র হায়েনার**

https://kitabbhubon.com

উপস্থিতিতে পিঁপড়ে তাড়ানোর জন্য ব্যাকুল হওয়া, ব্যক্তির অসুস্থ মস্তিস্ক কিংবা আত্মঘাতি হওয়ার অদম্য আগ্রহকেই প্রকাশ করে।

আমরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে বিবাদ ও কলহে লিপ্ত হয়ে কাদেরকে সহযোগিতা করছি তা কি আমরা একবারও ভেবে দেখেছি?

যখন মুসলিম উম্মাহর লাশের স্তূপ সরাবার মতো কেউ নেই, ইসলামিক রাষ্ট্র ও মুসলিম খলীফার অবিদ্যমানতার কারণে যখন কাফিরদের উপর আক্রমণাত্মক জিহাদ, কিসাস ও হুদুদ বাস্তবায়ন দু:সাধ্য হয়ে গেছে, তখন সবার আগে প্রয়োজন হলো অন্তত: ইসলামের ভিত্তিতে একটি বৃহৎ মুসলিম ঐক্য তৈরী করে ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া।

তাই আজ আমাদের পরিষ্কারভাবে মনে রাখতে হবে যে, বর্তমান বিশ্বপ্রেক্ষাপটে মুসলিম উম্মাহর জন্য একমাত্র ফরজ কিংবা হারাম বিষয় ছাড়া কোনো মুস্তাহাব ও নফল বিষয়ে অহেতুক তর্ক-বিতর্কে বেশি সময় নষ্ট করার কোনো অবকাশ নেই। এর চেঁয়েও বড় কথা হলো, বর্তমানে মুসলিম উম্মাহর সামনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হলো তাদের একটি আদর্শিক রাষ্ট্রব্যবস্থা না থাকা। একজন খলীফার অধীনে মুসলিমরা ঐক্যবদ্ধ না থাকার ফলেই মুসলিমদের মধ্যে সাইড এ্যাফেক্ট হিসেবে আরো বিভিন্ন সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে। উপসর্গ হিসেবে বিভিন্ন মতপার্থক্য ও ইখতেলাফ এসেছে। হয়তো অনেকের কিছু বিচ্যুতিও হয়েছে। এখন এই বিচ্যুতিগুলোর সমাধানের জন্য সবার আগে মুসলিম বৃহৎ ঐক্য ও ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থা দরকার। মুসলিমদের একজন আমীর বা খলীফা থাকলে তিনি উম্মাহ্র নেতৃস্থানীয়দের সাথে মশওয়ারার ভিত্তিতেই এধরণের শত সমস্যার সমাধান এক নিমিষেই করে দিতেন। কিন্তু মুসলিমদের খলীফা বা আমীর না থাকার কারণে একদল আরেক দলের যতই বিরোধীতা করুক না কেন, এই সকল সমস্যার সমাধান হয় নি, হবেও না। এরকম আরো শত-সহস্র সমস্যা আছে, শত চেষ্টা করেও তারা যার একটিরও সমাধান করতে পারেন নি, সম্ভবও না।

রোগ হয়েছে ক্যান্সার। ক্যান্সারের উপসর্গ হিসেবে জ্বর এসেছে শরীরে। এখন এই জ্বর নিরাময়ের জন্য রোগীকে যতই প্যারাসিটামল খাওয়ানো হোক না কেন, তার জ্বর কিন্তু সারবে না। সাময়িক আরামবোধ হলেও অপারেশানের মাধ্যমে ক্যান্সারের মূল উপড়ানোর আগ পর্যন্ত রোগী সুস্থ হবে না। বিষয়টি আমাদেরকে গভীরভাবে বুঝতে হবে।

আজকে যারা মুসলিম নেতৃবৃন্দকে বিভ্রান্ত করছেন, মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করার জন্য ফরজ ও হারাম বিষয়ে খেয়াল না দিয়ে মুস্তাহাব ও

https://kitabbhubon.com

নফল বিষয়ে অহেতুক মতপার্থক্য বাড়াচ্ছেন, তাদের কেউ কেউ বুঝে শুনেই এমনটি করলেও অনেকেই **না বুঝে ইখলাসের সাথে এমন মারাত্মক গুনাহ করছেন**। তবে যেভাবেই হোক না কেন এজন্য তাদেরকে অবশ্যই মহান আল্লাহর কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি পেতে হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। ইসলাম হচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীন, নিছক কোন ধর্ম নয়। তাই ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ছাড়া একজন মুসলিম একদিকে যেমন আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্য করতে পারে না, তেমনি পারে না প্রাত্যহিক জীবন-যাপনে পূর্ণাঙ্গ শরীয়ার অনুসরণ করতে। বরং আল্লাহর আইনের পরিবর্তে মানব রচিত আইনে বিচার-ফায়সালা, মদ, জুয়া, সূদ, পতিতাবৃত্তির মতো কুরআন ও সুন্নাহর সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক হারাম বিষয়কে হালালভাবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। যার বাস্তব উদাহরণ আমাদের আজকের রাষ্ট্র ও সমাজ।

কুরআন সুন্নাহ এবং বর্তমান বিশ্বের বাস্তবতার আলোকে সকল ইসলামী সংগঠন ও প্রতিটি মুসলিমের উপর আজকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবশ্যিক ফরজ দায়িত্ব হচ্ছে ঈমান ও তাওহীদের বিষয়টি জনগণের কাছে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা। মানব রচিত এই গণতন্ত্র ও কুফুরী শাসনব্যবস্থাকে অপসারণ করে এর স্থলে মহান আল্লাহর স্বার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুসলিম জনগণকে সচেতন করা এবং একটি বৃহৎ বিপ্লবের প্রেক্ষাপট রচনা করা। ইসলামের জন্য কাজ করে যাওয়া সকল সংগঠন ও সকল পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের এক বৃহত্তর ঐক্য ছাড়া এই উম্মাহর বর্তমান অবস্থার অবসান সম্ভব নয়। এই বৃহত্তর ঐক্যের জন্য প্রত্যেককেই ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। নিজেদের সামান্য পছন্দ-অপছন্দকে বিসর্জন দিতে মহান আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য। নীরবে-নিভৃতে কাজ করে যাওয়া ইসলামী সংগঠনসমূ ও তার নেতাকর্মীরা যত শীঘ্র এই কঠিন বাস্ত বতা উপলব্ধি করতে পারবেন ততই মঙ্গল।

আজ সকল মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও মাশায়েখদেরকে নিজ নিজ পরামর্শক ও ভক্ত-মুরীদদের অতি উৎসাহ ও বক্তব্যে প্রভাবিত না হয়ে বাস্তবিক সত্য অনুসন্ধান করা উচিত। না হলে এই উম্মাহ্ আবারও সেই 'জঙ্গে জামাল' আর 'জঙ্গে সিফফীনে'র ভ্রাতৃঘাতি সজ্ঘাতের কবলে পড়বে।
মুসলিম উম্মাহর মধ্যকার বিভেদ আর না বাড়িয়ে বরং উম্মাহকে উপরোক্ত লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ করাই হোক আমাদের আজকের কর্মসূচী। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে সেই তাওফীক দিন। আমীন।

বিনীত: -**মুহাম্মাদ ইসহাক খান**
Email: ishak.khan40@gmail.com

https://kitabbhubon.com

আপনার সংগ্রহে রাখার মতো আমাদের বইসমূহ

০১) রাসূল এলেন মদীনায়
০২) বিজয়ের পদধ্বনি
০৩) অটুট ঈমান
০৪) পিঁপড়ের উপদেশ
০৫) সংস্কৃতি বিনোদন রাজনীতি
০৬) এসো বক্তৃতা শিখি-১-১০। ভলিউম ১-৩
০৭) আল কুরআনের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ
০৮) (কুরআন হাদীসের আলোকে) জিহাদ কি ও কেন?
০৯) জিহাদ বিভ্রান্তি নিরসন
১০) প্রিয়নবী সা. কে অবমাননার শাস্তি
১১) আল্লাহ্ আমাদের বিজয়ের জন্য প্রস্তুত করছেন
১২) ইসলাম ও কুফরের মধ্যকার মনস্তাত্ত্বিক লড়াই
১৩) কেনো এই মিথ্যাচার?
১৪) নারীর সম্মান, মর্যাদা ও অধিকার (প্রকাশের পথে)
১৫) সত্যের সৈনিক (প্রকাশের পথে)

https://kitabbhubon.com

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَٰهِهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الاْيَـٰتِ إِنْ كُنتُمْ تَعْقِلُونَ.

অর্থ, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা মু'মিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু রূপে গ্রহণ করো না। কেননা, তারা (সুযোগ পেলে) তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোন ত্রুটি করবে না। তোমরা কষ্টে থাক, তাতেই তাদের আনন্দ। শত্রুতা প্রসূত বিদ্বেষ তাদের মুখ ফুটে বেরোয়। আর যা কিছু তাদের মনে লুকায়িত রয়েছে তা আরো অনেক গুণ বেশি জঘণ্য। তোমাদের জন্য নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করে দেওয়া হলো, যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে সক্ষম হও।"[১]

---

[১] সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১১৮।

https://kitabbhubon.com

মনস্তাত্ত্বিক লড়াই

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

আস সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ সুবঃ এর জন্য যিনি বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর।
আমরা আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার কাছে দোয়া করি, যেনো তিনি আমাদের সকল নেক আমল গুলোকে দয়া করে কবুল করে নেন। আমরা আরো দোয়া করি যেন মহান আল্লাহ সুবঃ আমাদেরকে কল্যাণময় ইলম দান করেন। 'আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকা ইলমান নাফিয়া ওয়া নাউযুবিকা মিন ইলমিন লা ইয়ানফা'।

পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় হলো- 'মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ। আমি আজকের আলোচনার শুরুতেই আপনাদেরকে ২০০৭ সালে র‍্যান্ড ইনষ্টিটিউশন কর্তৃক Civil Democratic Islam[2] শিরোনামে প্রকাশিত রিপোর্টের একটি অংশ পড়ে শোনাবো। রিপোর্টটির এক জায়গায় বলা হয়েছে,
"The struggle under way throughout much of the muslim world is essentially a war of ideas, its outcome wil determine the tuture direction if the muslim world"
অর্থঃ "গোটা মুসলিম বিশ্বে আজ তাদের নিজেদের মধ্যে একটি লড়াই চলছে। যে লড়াই হলো মূলতঃ বিশ্বাস ও মতাদর্শের লড়াই। এই লড়াইয়ের ফলাফলই নির্ধারণ করবে মুসলিম বিশ্বের ভবিষ্যত কী হবে।"
এটি আসলেও সত্য যে গোটা মুসলিম বিশ্ব জুড়েই বর্তমানে বিশ্বাস ও মতাদর্শের এক মনস্তাত্ত্বিক লড়াই চলছে। এই লড়াই যদিও চলছে মুসলিম

---

[2] Civil Democratic Islam বইটি ইংরেজিতে পড়তে চাইলে ভিজিট করুন http://www.rand.org

https://kitabbhubon.com

বিশ্বে কিন্তু এই লড়াই উস্কে দেয়ার পেছনে আমেরিকার ঘৃণ্য মদদ রয়েছে। মুসলিম জাতির আভ্যন্তরীণ এই আদর্শিক লড়াইয়ে আমেরিকার ভূমিকা কি তা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে এ বিষয় সম্পর্কে অন্য আর একটি রিপোর্ট পড়লেই। আমেরিকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের চতুর্মাসিক এক রিপোর্টে বলা হয়েছে,

The United states is involved in a war that is both a battle of arms and battle of ideas. A war in which, ultimate victory, will be achieved only when extremist ideologies are discredited in the eyes of their host populations and passive supporters."

অর্থ: "ইউনাইটেড স্টেট বর্তমানে এমনই এক যুদ্ধে লিপ্ত যা একই সাথে সামরিক ও আদর্শিক। এ যুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় কেবল তখনই অর্জিত হওয়া সম্ভব যখন চরমপন্থীদেরকে (মুজাহিদদেরকে) তাদের নিজ জাতি, পরোক্ষ সমর্থক ও আপন জনগণের চোখে খারাপ ও কলঙ্কিত করে তোলা যাবে।"

তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে, র‍্যান্ড ও পেন্টাগনের মতে মুসলিম বিশ্বের জনগণের নিজেদের মধ্যে এক মারাত্মক আদর্শিক দন্দ্ব সংঘাত চলছে এবং তাদের কথা এক্ষেত্রে আসলেও সত্য। তবে এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মুসলমানদের এই আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব সংঘাতে আমেরিকার সম্পৃক্ততা কতোখানি, এর পেছনে তাদের স্বার্থ কি এবং আমাদের আরো জানা দরকার যে মুসলিম জনগণের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব সংঘাতের পক্ষ প্রতিপক্ষ কারা?

আপনাদের সদয় অবগতির জন্য বলছি, এই দন্দ্ব সংঘাতের এক পক্ষ হলো সেই সব একনিষ্ঠ তাওহীদবাদী মুসলিমগণ, যারা আল্লাহর দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গভাবে এবং হুবহু সেইভাবে অনুসরণ করতে চান, যেভাবে মহান আল্লাহর তরফ থেকে তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর নাযিল হয়েছে।

দ্বিতীয় পক্ষ হলো তারা যারা আল্লাহর দ্বীনকে পরিপূর্ণরূপে মানতে রাজি নয়, বরং তারা কেবল দ্বীনের ততোটুকু মানতে চায় যতোটুকু তাদের

https://kitabbhubon.com

মনোপুত হয়, যতোটুকু মানতে তাদেরকে তেমন কোনো কষ্ট ক্লেশ স্বীকার করা কিংবা ত্যাগ তিতিক্ষার প্রয়োজন হয় না এবং তাও কেবল সেভাবে মানতে চায় যেভাবে সমাজে প্রচলিত কিংবা বাপ-দাদারা করে এসেছে। আর আল্লাহর অন্যান্য হুকুমগুলোকে তারা অবলিলায় উপেক্ষা ও প্রত্যাখ্যান করে যায়।

তবে এই পরিস্থিতি মুসলিম জাতির ইতিহাসে নতুন কিছু নয়। বরং প্রত্যেক যুগেই আহলুল হক বা আপোষহীন সত্যপন্থীররা যেমন থাকেন তেমনি সত্যপথ থেকে বিচ্যুত একদল বাতিলপন্থী কুচক্রিও থাকে। মুসলিম জাতির গোটা ইতিহাসের সাথে আল্লাহ তা'আলা এই দ্বন্দ্ব সংঘাতকে এক অবিচ্ছেদ্য অংশ বানিয়ে রেখেছেন। এমনকি উম্মাতে মুহাম্মাদীর পূর্বেকার অন্যান্য ঈমানদ্বার উম্মাতের মাঝেও এই সমস্যা বিদ্যমান ছিলো। যেমন বনী ইসরাঈল জাতি। তাদের মধ্যে যেমন সত্যপন্থিরা ছিলেন তেমনি ছিলো সেই সব কুচক্রি দল, যাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.

অর্থ: "সুতরাং তারা তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে আমি তাদেরকে লা'নত দিয়েছি এবং তাদের অন্তরসমূহকে করেছি কঠোর। **তারা আল্লাহর কালামকে তার সঠিক অর্থ থেকে বিকৃত করে ফেলতো** এবং তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছে, তার একটি অংশ তারা ভুলে গিয়েছে এবং তুমি তাদের থেকে খিয়ানত সম্পর্কে অবগত হতে থাকবে, তাদের অল্প সংখ্যক ছাড়া।"[৩]

এই কুচক্রির দল আল্লাহর কিতাব তাওরাতের আয়াতসমূহকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন কারণে বিকৃত করতো। কারণসমূহের মধ্যে একটি কারণ ছিলো শাসকদের চাটুকারীতা ও পদলেহন করে তাদেরকে খুশী করা। তারা

---

[৩] সূরা মায়েদা, আয়াত ১৩

https://kitabbhubon.com

বিভিন্ন সময় বিভিন্ন শাসকদের অধীনে থাকার কারণে একেক শাসককে খুশী করার জন্য যখন যেমন দরকার তেমন করে আল্লাহর কালামকে বিকৃত করতো। যেমন তারা এক সময় রোমান সম্রাজ্যের অধীনে বসবাস করতো। আর তখন রোমানরা ছিলো পৌত্তলিক। তারা ব্যবিলন শাসকের অধীনেও বসবাস করেছে, আর তারাও ছিলো পৌত্তলিক।

বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখিত ঘটনা অনুযায়ী বনী ইসরাঈলের রাবাইরা (আলেম-উলামারা) ব্যবিলন শাসককে খুশী করার জন্য এক মহিলার সাথে তার অবৈধ সম্পর্ক রাখাকে বৈধতা দিয়ে ফতোয়া জারী করেছিলো। শুধু একজন মানুষকে খুশী করার জন্য তারা গোটা বিশ্বজাহানের মালিক আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার বিধানকে পরিবর্তন করে ফেলেছিলো।
এখন লক্ষ্য করার বিষয় হলো, মুসলিম সমাজের এই আভ্যন্তরীণ আদর্শিক সমস্যার ব্যাপারে এই অমুসলিমদের এতো আগ্রহ ও সম্পৃক্ততা কেন?

কেনো তারা এই দ্বন্দ্ব সংঘাতে একটি পক্ষ হিসেবে আবির্ভুত হলো?

এই প্রশ্নের উত্তর পেতে ইউএস নিউজ এবং ওয়ার্ল্ড রিপোর্টের একটি বক্তব্য এ প্রসঙ্গে আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি,
Today Washington is fighting back after repeated missteps since the 911 attacks, the US government has embarked on a campaign of political warfare unmatched, since the height of the cold war. From military psychological operations teams and CIA covert operatives to openly funded media and think tanks, Washington is plowing tens of millions of dollars into a campaign to influence not only Muslim societies but islam itself."
অর্থ: "৯/১১ এর আক্রমণের পর বারবার ভুল পদক্ষেপ নিলেও ওয়াশিংটন এখন ঠিকই লক্ষ্যভেদী পাল্টা আক্রমণ হেনে যাচ্ছে। স্নায়ু যুদ্ধ পরবর্তী সময়ের চেয়েও আরো ব্যাপক রাজনৈতিক যুদ্ধের প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র সরকার। সামরিক মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ এবং সিআইএ এর গোপন অভিযান পরিচালনাকারী দলগুলো গণমাধ্যম (রেডিও, টিভি সংবাদপত্র)

https://kitabbhubon.com

এবং বিভিন্ন দেশের বুদ্ধিজীবিদের প্রকাশ্যে অর্থনৈতিক সাহায্য দেয়া আরম্ভ করেছে। ওয়াশিংটন মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ব্যয় করে যাচ্ছে এমন এক প্রচারণায় যার উদ্দেশ্য কেবল মুসলিম সমাজকেই প্রভাবিত করা নয়; বরং স্বয়ং ইসলামকেও বিকৃত করে ফেলা।"

আমরা আপনাদেরকে আবারও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, এখানে তারা স্বয়ং ইসলামকে পরিবর্তন করে বিকৃত করে ফেলতে চাইছে। ইউ এস এ নির্লজ্জের মতো প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে বলছে যে, "আমাদের একান্ত ইচ্ছা হলো যে আমরা শুধু মুসলিম সোসাইটিকে প্রভাবিত করতে পেরেই সন্তুষ্ট নই, আমরা তাদের ধর্মকেই পরিবর্তন করে ফেলতে চাই।"

বনী ইসরাঈলের সময় যেসব রাবাইরা আল্লাহর কিতাবকে বিকৃত করেছিলো তারাও তা প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে করার সাহস পায় নি, আর এরা কোনো রকম রাখ ঢাক না রেখে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে বলছে যে, "আমরা ইসলামকে বদলে ফেলতে চাই।"

ইউএস নিউজ এন্ড ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট এরপর বলছে,

In at least to dozen countries, Washington has quietly funded islamic radio and TV shows, cours work in Muslim schools, Muslim think tanks, poitical workshops or other programs that promote moderate islam. Federal aid is going to restore Mosques, to print Quran even build islamic schools."

অর্থ: "ওয়াশিংটন গোপনে কমপক্ষে দুই ডজন দেশে অর্থ সাহায্য দিয়ে যাচ্ছে। (তাদের প্রণীত) মড়ারেট ইসলামকে জনপ্রিয় করারর উদ্দেশ্যে রেডিও টেলিভিশনে ইসলামী অনুষ্ঠান (!) প্রচার, মুসলিম স্কুলে বিভিন্ন কোর্স চালু করা, রাজনৈতিক কর্মশালা করা, 'মুসলিম' বুদ্ধিজীবিদের ক্রয় করা, মসজিদ নির্মাণ, কুরআন প্রকাশনা, ইসলামী স্কুল প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কর্মকান্ডের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ সাহায্য দিয়ে যাচ্ছে।"

https://kitabbhubon.com

আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে তারা তাদের প্রণীত আধুনিক ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ব্যয় করে যাচ্ছে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

একজন সত্যিকার মুসলিম, যার অন্তরে মহান আল্লাহর জন্য সামান্যতম ভালোবাসা বিদ্যমান আছে- যখন সে শুনবে যে অমুসলিমরা ইসলামকে বিকৃত ও পরিবর্তন করে ফেলতে চায়, তখন তার প্রচন্ড রাগে ও ক্ষোভে ফেটে পড়া উচিত।

কতো বড়ো দুঃসাহস তোমাদের! তোমাদেরকে এই অধিকার কে দিয়েছে যে তোমরা ইসলামের সংজ্ঞা দেয়ার দুঃসাহস দেখাচ্ছো?

কি হাস্যকর ব্যাপার!

প্রেসিডেন্ট বুশ মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে আমাদেরকে শেখানোর জন্য ইসলামের উপর খুৎবা দিচ্ছে!

২০০২ সনে এক অনুষ্ঠানে 'খুৎবা' দেয়ার সময় সে বলেছে 'ইসলাম এমন এক ধর্ম যা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের মনে প্রশান্তির পরশ বুলিয়ে দেয় এবং সকল ধর্মের মানুষের মধ্যে ভাতৃত্ব বন্ধন সৃষ্টি করেছে। এটা ভালোবাসার ধর্ম, ঘৃণার ধর্ম নয়।"

হ্যাঁ, তাঁর কথা সত্য, আমরা অবশ্যই স্বীকার করছি যে ইসলাম লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে প্রশান্তি এনেছে, ইসলাম বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠির মানুষের মধ্যে এমন ভাতৃত্ব বন্ধন সৃষ্টি করেছে যা ঘৃণার উপর নয় বরং ভালোবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত... ইত্যাদি ইত্যাদি...

আমরা মেনে নিচ্ছি যে একটা পর্যায় পর্যন্ত তার কথা ঠিক আছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো ইসলাম কি এবং কি নয় তা বলার বুশ কে?

কে তাকে দায়িত্ব দিয়েছে ইসলাম সম্পর্কে 'খুৎবা' দেয়ার!

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য নিবেদিত, তিনি আমাদেরকে হেফাজত করুন! আমরা দেখতে পেয়েছি কিছু (বেকুব) মুসলিমরা ইসলাম সম্পর্কে বুশের মন্তব্য শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলো! কিন্তু আমাদেরকে মনে

https://kitabbhubon.com

রাখতে হবে যে তাদের এই আচরণ কেবল তাদের ঔদ্ধত্ব ও অহংকারই প্রকাশ করে এবং অধঃস্তন লোকদের প্রতি মানুষ অনেক সময় যেমন করুণার পাত্র সুলভ আচরণ করে এই কাফিররা মুসলিমদের প্রতি তেমন মনোভাবই পোষণ করে। যেনো তারা মনে করছে যে মুসলমানদের মধ্যে এমন লোকদের মারাত্মক শূন্যতা দেখা দিয়েছে যারা তাদেরকে বলে দিবে যে ইসলাম কি এবং কি নয়!

তবে আশার কথা হলো, তাদের এই মানসিকতা অনেকের কাছেই ধরা পড়ে গেছে। এমনকি তাদেরই মতো অমুসলিম সমালোচকদেরও বিষয়টি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। যেমন তাদের এই সমালোচক ব্যাঙ্গাত্মকভাবে বলে ফেলেছে যে,

“আজকাল রাজনৈতিক নেতাদের কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে যে, তারা যেন ইসলামিক ষ্টাডিজে সদ্য স্নাতোকত্তোর ডিগ্রি লাভ করেছেন যা তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করছে ইসলামের আসল চরিত্র বৈশিষ্ট্যের উপর জনগণকে বক্তৃতা দিয়ে শোনাতে।”

র‍্যান্ড প্রকাশিত অন্য একটি রিপোর্ট থেকে উদ্ধৃতি দেয়ার পূর্বে আমি আপনাদের কাছে এই সংস্থাটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরার প্রয়োজন বোধ করছি।

‘র‍্যান্ড’ হলো একটি অলাভজনক গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান, যার রয়েছে ১৬শত কর্মকর্তা-কর্মচারীর এক বিশাল কর্মী বাহিনী। এই সংস্থাটি ইউএস এর প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কে বিভিন্ন বিষয়ের উপর গবেষণাধর্মী রিপোর্ট সরবরাহ করে থাকে। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে পেন্টাগনের সাথে এর গভীর প্রভাব বিস্তারকারী সম্পর্ক রয়েছে এবং তারা এই বিষয়ের উপর একাধিক নিবন্ধও প্রকাশ করেছে। আজকের এই আলোচনায় আমি তাদের প্রকাশিত নিবন্ধ থেকে বিভিন্ন উদ্ধৃতি পেশ করবো ইনশাআল্লাহ।

https://kitabbhubon.com

সিভিল ডেমোক্রেটিক ইসলাম

'র‍্যান্ড' প্রকাশিত যে রিপোর্টটির উপর আমি আজ সবচেয়ে বেশি আলোচনা করবো তার শিরোনাম হলো **'সিভিল ডেমোক্রেটিক ইসলাম (!)'**।
আপনাদের সদয় অবগতির জন্য এই রিপোর্টটি প্রস্তুতকারিনীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

এই প্রতিবেদিকার নাম হলো শেরিল বার্নার্ড। সে নিজে একজন ইহুদী এবং সে বিয়ে করেছে ইসলামধর্ম ত্যাগকারী একজন মুরতাদকে যার নাম জালমে খলীলজাদ। এই ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। সে এক সময় জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করেছে। এরপর আফগানিস্তান ও ইরাকেও রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছে।
এই মুরতাদ যুক্তরাষ্ট্র সরকারের এতোই আস্থাভাজন ব্যক্তি যে তাকে সাধাররণতঃ বিভিন্ন স্পর্শকাতর পদে নিয়োগ দেয়া হয়।

এই শেরিল বার্নার্ড র‍্যান্ডের মাধ্যমে তার রচিত যে রিপোর্টটি প্রকাশ করেছে তার শিরোনাম হলো 'সিভিল ডেমোক্রেটিক ইসলাম।' রিপোর্টের শিরোনামই আপনাকে বলে দিবে তারা কেমন ইসলাম চায়। কেমন 'ইসলাম' তারা আমাদের উপর চাপাতে চায়। আর তারা নিছক প্রতিবেদন প্রকাশ করেই ক্ষ্যান্ত নয়, বরং তাদের ল্যাবরেটরীতে প্রস্তুতকৃত নতুন ইসলামকে আমাদের উপর চাপানোর জন্য তারা আমাদের বিরুদ্ধে সামরিক বাহিনীও পাঠাচ্ছে। আমাদেরকে তারা বাধ্য করছে তাদের বানানো ইসলামকে মানতে। আমরা যদি মুসলিম হয়ে তাকি, তাহলে আমাদের প্রত্যেকের উচিত এই ঔদ্ধত্যকে দমন করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করা।

https://kitabbhubon.com

সত্যিকার ইসলামকে দুনিয়া থেকে মুছে দেয়া ও তাদের প্রস্তুতকৃত মডারেট ইসলামের প্রচার প্রসারের জন্য আমেরিকার সরকারের কাছে তার দেয়া প্রস্তাবনাসমূহের কিছু আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

তার প্রথম প্রস্তাবনাঃ

মডারেট মুসলিমদের লেখা বই, পুস্তক, প্রবন্ধ ইত্যাদি ভর্তুকী দিয়ে প্রকাশ করা

তাদের প্রস্তাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে একটি বিষয় আমাদের জেনে নেয়া দরকার। আর তা হচ্ছে তাদের সংজ্ঞা অনুযায়ী কে মডারেট মুসলি। কে মডারেট মুসলিম আর কে মডারেট মুসলিম নয় তা নির্ধারণের জন্য তারা কিছু সুনির্দিষ্ট মানদন্ড নির্ধারণ করে দিয়েছে। যেমন,

ক. গণতন্ত্রমনা হতে হবে

মডারেট মুসলিম হওয়ার প্রথম শর্ত হলো আপনাকে গণতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি, পথ ও পদ্ধতির প্রতি বিশ্বাসী হতে হবে।

আমাদের সমাজে আমরা এমন কিছু মুসলিম দাবীদারদের দেখা পাই, যারা গণতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী এবং এদের ধূর্ত পণ্ডিতরা বলে বেড়ায় যে, **"ইসলামের শূরা আর পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র তো একই রকম। বাস্তবে যদিও আমরা শূরায় বিশ্বাস করি কিন্তু আমরা যদি গণতন্ত্র শব্দটা ব্যবহার করি তাহলে তা পশ্চিমাদের কাছে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হবে, কারণ তারা তো শূরা শব্দটির সাথে পরিচিত নয়।"** -ইত্যাদি অনেক রকম কথা একশ্রেণীর আপোষকামী মুসলিমরা বলে থাকে। তারা আরো মনে করে যে তারা যদি নিজেদেরকে গণতন্ত্রমনা হিসেবে পাশ্চাত্যের কাছে প্রমাণ করতে পারে তাহলে তাদের মুসলিম দেশের স্বৈরাচার শাসকদের উৎখাতের সংগ্রামে তারা সহজেই পশ্চিমাদের সাহায্য লাভ কতে পারবে।

https://kitabbhubon.com

কিন্তু আমরা যারা আল্লাহর নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনীত দ্বীনকে অনুসরণ করতে চাই, তাদেরকে মনে রাখতে হবে যে এই ধরণের আপোষকামী অবস্থাণ গ্রহণ করার আর দ্বীন ইসলাম ত্যাগ করা সমান কথা। কারণ,

প্রথমত: গণতন্ত্র পুরোটাই ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। গণতন্ত্র এমন একটি জীবন ব্যবস্থা যার সাথে ইসলামের কোনোই সম্পর্ক নেই। ইসলাম একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জীবন ব্যবস্থা। আমি এদেরকে বলবো, আপনারা যদি সত্যিই ইসলামী রাষ্ট্র এবং এর শূরা ব্যবস্থার প্রতি আস্থা রাখেন, তাহলে শূরাকে শূরাই বলুন, গণতন্ত্র বলবেন না।

দ্বিতীয়ত: আপনার এই চালাকী তাদের সাথে চলবে না। কারণ তারা আপনার মতো বোকা নয়। তারা কোন ধরণের গণতন্ত্র মডারেট মুসলিমদের থেকে চায় তা বিস্তারিতভাবেই বলে দিয়েছে। তারা কোন গণতন্ত্র চায় তা বুঝাতে তারা বলেছে,

A commitment to democracy as understood in the liberal western tradition."

অর্থ: "গণতন্ত্রমনা বলতে সেই গণতন্ত্রের প্রতি আস্থাশীল হতে হবে, উদারনৈতিক পশ্চিমা ঐতিহ্যে গণতন্ত্র বলতে যা বুঝায়।"

অতএব আপনি ইসলামিক ধাঁচের যে গণতন্ত্রের কথা বলছেন তা দিয়ে আপনি তাদের কাছে কখনো গ্রহণযোগ্য মডারেট হতে পারবেন না। তারা আপনার কাছ থেকে তথাকথিত সম্পূর্ণ উদারনৈতিক পশ্চিমা ধাঁচের গণতন্ত্র ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করবে না। এখানেই শেষ নয় তারা আরো অগ্রসর হয়ে বলে দিয়েছে যে,

"Support for democracy implies opposition to the concept of the islamic state."

অর্থ: "গণতন্ত্রের সমর্থক বলতে বোঝানো হচ্ছে ইসলামিক রাষ্ট্রের ধারণার সম্পূর্ণ বিরোধী হতে হবে।"

https://kitabbhubon.com

অতএব একজন মডারেট মুসলিম হলো এমন গণতন্ত্রে বিশ্বাসী যা ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরোধী। এরপর তারা বলছে,

"It follows from the above that for a group to declare itself democratic, in the sense of favoring elections as the vehicle for establishing government as in the case of the present Egyptian Muslim brotherhood not enough."

অর্থ: "কোনো দল নিজেদেরকে গণতান্ত্রিক দল বলে দাবী করার অধিকার রাখবে না যদি গণতন্ত্রকে তারা নিছক ক্ষমতায় আরোহন ও সরকার গঠনের মাধ্যম মনে করে। যেমন মিশরের বর্তমান ইখওয়ানুল মুসলিমীন।"

খ. মডারেট মুসলিমদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, "Acceptance of non-sectarian sources of law" অর্থ: অসাম্প্রদায়িক (ধর্মনিরপেক্ষ) আইন গ্রহণ করা।"

অর্থাৎ আপনি মডারেট মুসলিম হতে চাইলে আপনাকে আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে স্বেচ্ছায় মানবরচিত আইন মেনে নিতে হবে। কারণ তাদের দৃষ্টিতে মডারেট মুসলিম আর চরমপন্থী মৌলবাদী মুসলিমদের মধ্যে অন্যতম একটি পার্থক্য হলো এরা ইসলামী শরীয়া প্রয়োগ করতে চায় আর মডারেটরা শরীয়া চায় না। তারা আরো স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে যে-

"The dividing line between moderate Muslims and radical Islamist is whether Sharia should apply"

অর্থ: "চরমপন্থী তথা সত্যিকার মুসলিম ও মডারেট ব্র্যান্ড মুসলিমদের মধ্যে আসল পার্থক্য হলো শরীয়া আইন চাওয়া ও না চাওয়া।"

অতএব তাদের বক্তব্য অনুযায়ী যে মুসলিম আল্লাহর শরীয়া আইন চায় সে হলো চরমপন্থী, আর মডারেট মুসলিম হলো তারা যারা আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে ফ্রেঞ্চ আইন, বৃটিশ আইন, আমেরিকান আইন ও কুফফারদের রচিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আইন সানন্দে মেনে নিবে।

https://kitabbhubon.com

গ. মডারেট মুসলিমদের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হলোঃ "Respect for the rights of wmen and religious minorities"
অর্থ: "নারী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন।"

হ্যাঁ আমরাও নারী অধিকার ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি; তবে তা তাদের দেয়া সংজ্ঞা ও মানদন্ড অনুযায়ী নয়। কারণ, তাদের মতে ইসলামি রাষ্ট্র যদি হিজাব বাধ্যতামূলক করে তাহলে তা চরমপন্থা, ইহুদী খৃষ্টানদের উপর যদি জিযিয়া কর আরোপ করা হয় তাহলে তাদের কাছে তা মানবাধিকার লংঘন।

ঘ. মডারেট মুসলিমদের ৪র্থ বৈশিষ্ট্য হলোঃ "Opposition to terrorism and illegitimate violence."
অর্থ: "সন্ত্রাসবাদ ও অবৈধ সহিংসতার বিরোধী হতে হবে।"

তাদের এই কথার অর্থ হলো, যে মুসলিম তার নিজ দেশ দখলদারদের হাত থেকে রক্ষার জন্য যুদ্ধ করবে, দখলদারদেরকে প্রত্যাখ্যান করবে সেই হলো চরমপন্থী আর সন্ত্রাসী। আর মডারেট মুসলিম হলো সে যে আমেরিকান সৈন্যদেরকে তার নিজ দেশে আগ্রাসন চালানোর জন্য আহ্বান জানাবে, যার নিজের মান-মর্যাদা ও আত্মসম্মানবোধ বলতে কিছুই নেই।

মডারেট মুসলিম হওয়ার জন্য তাদের দেয়া শর্তগুলো পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, মডারেট মুসলিম হলো একজন পরিপূর্ণ ধর্মত্যাগী মুরতাদ ও কাফির। তারা যে চারটি শর্ত দিয়েছে এর প্রত্যেকটি হলো এমন এক একটি কুফুরী মতাদর্শ যা গ্রহণ করলে একজন মুসলিম নিশ্চিতভাবে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়।
তাই এখন থেকে আমি তাদেরকে মডারেট মুসলিম বলে সম্মোধন করবো না, বরং তাদেরকে বলবো **'র‍্যান্ড মুসলিম'** এটাই তাদের জন্য উপযুক্ত উপাধী।

https://kitabbhubon.com

এখানেই শেষ নয় এরপর তাদের একটা প্রশ্নপত্র আছে, যেটা তারা একজন মুসলিমের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলবে এগুলোর উত্তর দিন। এরপর তারা তার উত্তরের উপর ভিত্তি করে বলবে, সে কি মডারেট মুসলিম না চরমপন্থী মুসলিম।

আপনি সহজেই বুঝতে পারবেন তারা কেমন অহংকার ও ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করছে এবং মুসলিমদের সাথে কেমন অধঃস্তনদের মতো করুণা সুলভ আচরণ করছে। তারা আমাদের আক্বীদা বিশ্বাস পরীক্ষা করছে এবং তারা আমাদেরকে মার্ক দিচ্ছে।

র‍্যান্ডের প্রশ্নপত্র হচ্ছে:

১. এই ব্যক্তি বা দল কি সহিংসতা (অর্থাৎ জিহাদকে) সমর্থন বা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে?

এখন সমর্থন না করলেও অতীতে কি কখনো সমর্থন করেছে বা জিহাদকে কখনো ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখেছে?

অতএব আপনি যতোই জিহাদের বিরুদ্ধে কথা বলেন না কেন, আপনি কিংবা আপনার পূর্ব পুরুষদের কারো যদি জিহাদের ইতিহাস থাকে তবুও তারা আপনাকে ছাড়বে না।

২. তারা কি গণতন্ত্র সমর্থন করে?

করলে পশ্চিাম উদার গণতান্ত্রিক মানদন্ডে নির্ধারিত ব্যক্তি অধিকারকে সমর্থন করে কি?

৩. এরা কি (কুফফারদের রচিত) আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকারকে সমর্থন করে?

৪. এসব ক্ষেত্রে এরা কি কোনো ব্যতিক্রম করতে চায়? যেমন ধর্মীয় স্বাধীনতার ক্ষেত্রে?

https://kitabbhubon.com

অতএব আপনি যদি 'রিদ্দা'র আইন (মুরতাদকে মৃত্যুদন্ড দেয়া) প্রয়োগ করতে চান বা সমর্থন করেন তাহলে তাদের কাছে তা হবে চরমপন্থা।

৫. এরা কি বিশ্বাস করে যে ধর্ম পরিবর্তন করা ব্যক্তিগত অধিকার?

অতএব একজন মুসলিম যদি ইসলাম ত্যাগ করে ইহুদী হয়ে যেতে চায় বা খৃষ্টান হয়ে যেতে চায়, কোনো মুসলিম যদি চায় সে বানর কিংবা গরুর পূজা করবে তাহলে তাদের মতে তাকে আর বাঁধা দেয়া যাবে না। এটা তাদের অধিকার বলে গণ্য হবে এবং এক্ষেত্রে বাধাদানকে চরমপন্থা হিসেবে আখ্যায়িত করা হবে।

যে মুসলিম ব্যক্তিকে সত্য পথের দিশা দিয়ে মুসলিম হবার সৌভাগ্য দান করে সম্মানিত করা হয়েছে, যে একবার মহান আল্লাহর পরিচয় লাভ করেছে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনীত দ্বীনের অনুসরণ করেছে, যার উপর আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেছেন সেই যদি আবার নিকৃষ্ট স্তরে নেমে গিয়ে গরুর পূজা করতে চায় তাহলে তাকে নাকি অবশ্যই সেই অধিকার দিতে হবে!

৬. এরা কি বিশ্বাস করে যে শরীয়া নির্ধারিত ফৌজদারী দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন করা উচিত?

অতএব আর কোনো ইসলামী হুদুদ-কিসাস থাকতে পারবে না।

৭. এরা কি বিশ্বাস করে যে রাষ্ট্রের উচিত শরীয়া নির্ধারিত দেওয়ানী আইন বাস্তবায়ন করা?

একথার অর্থ দাঁড়ায় বিয়ে-শাদী, উত্তরাধিকার ইত্যাদি একান্ত পারিবারিক বিষয়েও তারা ইসলামী আইন সহ্য করবে না।

৮. তারা কি মনে করে যে তাদের রাষ্ট্রে শরীয়া বহির্ভূত পছন্দ মাফিক অন্য কোনো আইনে বিচার প্রার্থনা করার সুযোগ থাকা উচিত?

সুবহানাল্লাহ! কি আশ্চর্যের বিষয়! আমরা এখানে কিসের আলোচনা করছি?

https://kitabbhubon.com

এটা কি কোনো আলু-পেয়াজ বিক্রির কাঁচা বাজার? যে এখানে এটা ওটা নিয়ে হেলা-ফেলা করার অবাধ সুযোগ দিয়ে দেয়া হবে?

পৃথিবীর কোনো দেশই তো আইনের ব্যাপারে মানুষকে বাছাই করার সুযোগ দেয় না। প্রতিটি দেশ যেখানে সকল বিষয়ে নিজ দেশের একই আইনের অনুসরণ করে সেখানে তারা চায় আমরা যেন বিভিন্ন অপশন রাখি! একজন লোক কোর্টে আসলে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, দয়া করে বলুন আপনি কোন আইন অনুযায়ী বিচার প্রার্থনা করছেন!!!

অথচ আল্লাহ সুব: বলছেন,

فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.

অর্থ: "না, হে মুহাম্মদ, তোমার রবের নামে কসম, তারা কিছুতেই ঈমানদার হতে পারে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে (অর্থাৎ তোমার আনীত শরীয়া ব্যবস্থাকে) বিচারক হিসেবে মেনে নিবে। অতঃপর তুমি যাই ফয়সালা করবে সে ব্যাপারে তারা নিজেদের মনে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করবে না বরং ফয়সালার সামনে নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করবে।"[৪]

আমাদেরকে কোনো রকম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়া নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে, কোনো মুসলিম দাবীদার ততোক্ষণ পর্যন্ত কিছুতেই মুসলিম নয়, যতক্ষণ না সে আল্লাহর দেয়া ছোটো বড় সকল আইনকে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট চিত্তে সানন্দে মেনে নিবে। কোনো মুসলিম দাবীদার মুসলিম নয় যদি সে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহকে সন্তুষ্টচিত্ত্বে মেনে না নেয়।

---

[৪] সূরা নিসা ৪, আয়াত ৬৫।

https://kitabbhubon.com

৯. তারা কি বিশ্বাস করে যে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকারও একজন মুসলিম নাগরিকের সমান?

তারা কি বিশ্বাস করে যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরাও মুসলিম দেশে মুসলিম নাগরিকদের মতো সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ পেতে পারে?

তাদের এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা সুস্পষ্টভাবে বলে দিতে চাই যে, না! বিধর্মীরা মুসলিম দেশে সরকারের কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ পেতে পারে না।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَٰهِهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ.

অর্থ, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা মু'মিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু রূপে গ্রহণ করো না। কেননা, তারা (সুযোগ পেলে) তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোন ত্রুটি করবে না। তোমরা কষ্টে থাক, তাতেই তাদের আনন্দ। শত্রুতা প্রসূত বিদ্বেষ তাদের মুখ ফুটে বেরোয়। আর যা কিছু তাদের মনে লুকায়িত রয়েছে তা আরো অনেক গুণ বেশি জঘণ্য। তোমাদের জন্য নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করে দেওয়া হলো, যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে সক্ষম হও।"[৫]

কাফির মুশরিকদের ব্যাপারে এই আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ আমাদের জন্য এটি সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, অমুসলিমদের সাথে মুসলিমদের খুবই আন্তরিকতা থাকতে পারবে না। একইভাবে মহান আল্লাহর কুরআনের এই আয়াত আমাদেরকে অনুমতি দেয় না কোনো পৌত্তলিক, ইহুদী, খৃষ্টান বা ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো

---

[৫] সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১১৮।

https://kitabbhubon.com

ধর্মাবলম্বীকে 'বিতানা' তথা উপদেষ্টা বা উচ্চপদস্থ কোনো পদে নিয়োগ দিতে।

প্রশ্নপত্রে তারা আরো জানতে চায় যে,

"Does it believe that members of religious minorities are entitled to build and run institutions of their taith in Muslim majority countries? "

অর্থ: "তারা কি বিশ্বাস করে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা মুসলিমদের শাসিত দেশে তাদের ধর্মের প্রচার প্রসারের জন্য কোনো প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করতে পারবে?"

আপনাদের সদয় অবগতির জন্য বলছি, এক্ষেত্রে ইসলামী আইন হলো তারা তাদের পূর্ব থেকে প্রতিষ্ঠিত পেগোডা বা চার্চসমূহ রাখতে পারবে। কিন্তু নতুন করে আর কোনো চার্চ বা পেগোডা প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। যিম্মীদের ক্ষেত্রে এটাই ইসলামী আইন।

এরপর তারা জানতে চায়:

"Does it accept any legal system based on non-sectrian legal principles?"

অর্থ: "এই ইসলামী রাষ্ট্র কি অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত কোনো আইনী ব্যবস্থাকে গ্রহণ করে?"

ইসলাম সম্পর্কে যার সামান্যতম জ্ঞান আছে তার বুঝতে মোটেই অসুবিধে হওয়ার কথা নয় যে, মডারেট মুসলিম হওয়ার জন্য তাদের প্রস্তাবনাসমূহ পুরোটাই সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য কুফরী। যদি কোনো ব্যক্তি তাদের এসব প্রস্তাবনার কোনো একটির প্রতিও সম্মতি প্রকাশ করে তাহলে সে নির্ঘাত মুরতাদ কাফিরে পরিণত হবে।

এবার আমরা আবার ফিরে যাই মডারেট ইসলাম বা র‍্যান্ড ইসলামের প্রচার প্রসারে শেরিল বার্নার্ড এর প্রস্তাবনাসমূহের প্রতি।

https://kitabbhubon.com

তাদের প্রথম প্রস্তাবনা ছিলো র‍্যান্ড মুসলিমদের লেখা বই, পুস্তক, প্রবন্ধ ইত্যাদি ভর্তুকি দিয়ে প্রকাশ করা। এর উদ্দেশ্য হলো মিথ্যাচারের প্রসার ঘটানো।

তার দ্বিতীয় প্রস্তাবনা হলো, র‍্যান্ড মুসলিমদেরকে উদ্বুদ্ধ করা সাধারণ জনগণের জন্য বিশেষভাবে যুবক শ্রেণীর জন্য ব্যাপক বই পুস্তক লিখতে

কারণ তারা জানে যে, সঠিকভাবে উপস্থাপন করা হলে সাধারণ মুসলিম জনগণ সত্যকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা রাখে এবং তারা এও জানে যে তারা সত্যিকার অর্থে তাদের কল্যাণের জন্য কথা বলে এবং কারা বলে না।

তারা এটাও ভালো করে জানে যে আসল বিপদটা সকল যুগে মূলত: যুবকদের দিক থেকেই এসেছিলো। যুবকরাই হলো সেই শ্রেণী যারা সত্যের পক্ষে প্রবলভাবে দাঁড়িয়ে যায়। ইবরাহীম আ. যখন মূর্তি ভেঙ্গেছিলেন তখন তিনি ছিলেন এক টগবগে যুবক। সূরা কাহফে উল্লেখিত ঘটনা থেকেও আমরা জানতে পারি যে যারা মিথ্যার থেকে বেঁচে সত্যের উপর টিকে থাকার জন্য পাহাড়েরর গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন তারা সবাই ছিলেন যুবক।

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সীরাত থেকেও আমরা জানতে পারি যে যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনার ক্ষেত্রে অগ্রণী ছিলেন তারা সবাই ছিলেন যুবক। আর একারণেই শেরিল বার্নার্ড এর প্রথম পদক্ষেপ হলো মুসলিম যুব সমাজকে পথভ্রষ্ট করা।

তার তৃতীয় প্রস্তাবনা হলো, র‍্যান্ড মুসলিমদের মতাদর্শসমূহকে ইসলামী শিক্ষার সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা।

এই হীন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য তারা ইতিমধ্যে বেশ কিছু কার্যকরী পদক্ষেপও নিয়ে ফেলেছে। অনেক মুসলিম দেশের স্কুল-মাদ্রাসার অনেক শিক্ষা সিলেবাস তারা চক্রান্ত করে ধ্বংস করে দিয়েছে। ইসলামী বই পুস্তকের যেসব অধ্যায়ে জিহাদ, হুদুদ, কিসাস ও আল্লাহর আইনের শাসন প্রসংগে আলোচনা করা হয়েছে সেসব অধ্যায়কে তারা হয়তো একেবারে মুছেই দিয়েছে, অথবা এসব মৌলিক বিষয়সমূহকে এমনভাবে বিকৃত

https://kitabbhubon.com

করেছে যে ছাত্র-ছাত্রীরা কিছুতেই যেন এসব বিধানের কল্যাণ ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে না পারে।

তার চতুর্থ প্রস্তাবনা হলো, সংশ্লিষ্ট দেশের শিক্ষা সিলেবাস ও প্রচার মাধ্যমে তাদের ইসলাম-পূর্ব জাহেলী সভ্যতা সংস্কৃতির প্রচার প্রসারের মাধ্যমে এর চর্চাকে উৎসাহিত করা।

উদাহরণ স্বরূপ, তারা চায় মানুষের মন মগজে ফেরআউনী সভ্যতার পুনর্জাগরণ। তারা চায় আমরা যেন ফেরাউনী সভ্যতাকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে মানুষের সামনে তুলে ধরি। আমরা যেন তাদের উন্নতি, অগ্রগতি, তাদের অর্জন ও তাদের সভ্যতা সাংস্কৃতি নিয়ে বেশি বেশি কথা বলি। আমরা যেন ইসলামী সভ্যতার আলোকিত দিক, নৈতিক ও আদর্শিক উন্নতি অগ্রগতি নিয়ে কোনো কথা-বার্তা না বলি। আঞ্চলিক বিষয়াদির আলোচনা হলেও তা যেনো হয় ইসলাম পূর্ব সামাজিক সাংস্কৃতির। তারা চায় আমরা যেন কথা বলি ইসলাম পূর্ব আরব্য জাতীয়তাবাদের। কথা বলি ইসলাম পূর্ব বর্বর নর্থ আফ্রিকানদের বর্বর কাহিনী নিয়ে, কথা বলি শামের (সিরিয়ার) রোমান ও গ্রীক সভ্যতার ইতিহাস নিয়ে। একারণেই আমরা দেখতে পাই যে প্রত্নতত্ত্ববিদরা প্রায়ই মধ্যপ্রাচ্যের ইসলাম পূর্ব বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রচার মাধ্যমে হুলস্থুল ফেলে দেয়। তারা ফেরাউনের সময়কার মেসোপটেমিয়া ও মিশরের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার ঝড় তুলে দেয়।

এসব ব্যাপারে আমাদের অবশ্যই সতর্ক থাকা দরকার। তাছাড়া আমাদের মনে আমাদের ইসলাম পূর্ব কোনো ইতিহাস নিয়ে সামান্যতম কোনো গর্ব অহংকার থাকা উচিত নয়। কারণ এটা নির্ভেজাল জাহেলিয়াত, এসব ইতিহাসকে এমনকি কোনো সভ্যতাই বলা উচিত নয়। কারণ আসলেই এটা কোনো সভ্যতা নয়। এটা তো জাহান্নামের পথ। এটা তো সম্পূর্ণ অন্ধকারের আবরণে অন্ধকারাচ্ছন্ন এক যুগ। আর ফেরাউন তো আগা-গোড়া এক সাক্ষাত শয়তানের নাম। তাকে আমাদের কখনোই ইতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা উচিত নয়।

বিষয়টি আরো ভালোভাবে বোঝার জন্য আমরা এ বিষয়ে আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশনা

https://kitabbhubon.com

জেনে নিতে পারি। একবার হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সেনাবাহিনী নিয়ে অতীতে ধ্বংসপ্রাপ্ত সামুদ জাতির বসতি অঞ্চলের কাছ দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন। অনুসন্ধিৎসু মানসিকতার কারণে সাহাবায়ে কিরামদের রা. কয়েকজন আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে অনুমতি চেয়েছিলেন একটু ভেতরে গিয়ে দেখে আসার। কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে সে অনুমতি প্রদান করেন নি।

কারণ তারা যদি সেখানে এমন কিছু দেখে যা তাদের মনকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে তাহলে তা মুসলিমদের জন্য মোটেই কল্যাণকর হবে না। তাই তিনি তাদেরকে বলেন,

لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين.

অর্থ: “তোমরা যখন (ধ্বংসপ্রাপ্ত) জালিমদের আবাসস্থল দিয়ে অতিক্রম করবে তখন কাঁদতে কাঁদতে সে পথ অতিক্রম করো।”[৬]

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একথা থেকে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। এরপর আমরা দেখতে পাই যে সাহাবায়ে কিরামগণ রা. যখন ধ্বংসপ্রাপ্ত সামুদ বসতির কোনো একটি কূপ থেকে পানি নিয়ে রুটির খামির তৈরী করছিলেন তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা জানতে পেরে সেই রুটিও তাদেরকে খেতে দেন নি। সেই রুটি পশুদেরকে খাওয়াতে বলেছেন এবং সাহাবায়ে কিরামদেরকে সেই বসতির কূপ থেকে পানিও পান করতে নিষেধ করেছেন। এটা করার কারণ ছিলো সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত কুফফার সম্প্রদায় ও আমাদের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট পার্থক্যের দেয়াল তৈরী করে রাখার জন্য।

তার পঞ্চম প্রস্তাবনা হলো, মুসলিম জনগণের মধ্যে সুফীবাদকে জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য করে তোলা:

সে সুফীবাদের বিস্তার চায় নিজে সুফীবাদ বা তাসাউফের ভক্ত হওয়ার কারণে নয়; বরং সে এর বিস্তার চায় একারণে যে, সুফীবাদ জিহাদ ফী

---

[৬] সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যুহদ ওয়ার রাকাইক।

https://kitabbhubon.com

সাবিল্লিাহর বিরুদ্ধে কথা বলে। সুফীবাদের মধ্যে মুসলিমদেরকে যতো বেশি সম্পৃক্ত করা যাবে, ততো বেশি তাদেরকে বেহুদা বিদআতী কার্যকলাপ ও অনর্থক অনুষ্ঠানাদিতে ব্যস্ত করে রাখা যাবে এবং তাদেরকে দিয়ে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর বিরুদ্ধে কথা বলানো যাবে।

তারা যদি তাসাউফের ভক্তই হবে তাহলে তারা কি নর্থ আফ্রিকার সুফী ওমর মুখতারের তাসাউফকে বা এই উপমহাদেশের অন্যান্য জিহাদপন্থী সত্যাশ্রয়ী সুফীবাদী আন্দোলনের প্রচার প্রসার কামনা করবে?

এরপর এই মহিলা নিবেদিতপ্রাণ মুসলিমদের দমন ও প্রতিহত করা এবং সাধারণ জনগণকে ভীত সন্ত্রস্ত করার জন্য আরো কিছু প্রস্তাবনা দিয়েছে। যেমন:

ক. বেআইনী, অবৈধ দলসমূহ ও তাদের কর্মকান্ডের সাথে তাদের সম্পর্ক প্রকাশ করা।

খ. তাদের সহিংস (জিহাদী) কর্মকান্ডের পরিণামগুলো জনসমক্ষে তুলে ধরা।

এখানে আমাদের মনে রাখা দরকার, যুদ্ধ এমনই একটা বিষয় যেখানে মানুষ মারে ও মরে। নিধন করে ও নিহত হয়। অনেক সময় অনিচ্ছা সত্ত্বেও যুদ্ধে সাধারণ মানুষ মারা যায়। এটাই যুদ্ধের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

কিন্তু তারপরও মুসলিম মুজাহিদগণ সব সময়ই আন্তরিকতার সাথে চেষ্টা করেন যাতে কখনো সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ বা নিহত না হয়। কারণ যুদ্ধের নিয়ম নীতির ব্যাপারে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট ও কঠোর নির্দেশনা রয়েছে।

যেমন মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে না এমন নারী, বয়স্ক মানুষ এবং উপাসনালয়ের সন্যাসীদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। অকারণ গাছপালা কেটে ফেলতে বা জ্বালিয়ে দিতে নিষেধ করেছেন। এমন আরো অনেক নির্দেশনা রয়েছে যা মুসলিম মুজাহিদগণ মেনে চলতে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে থাকেন।

https://kitabbhubon.com

এখানে শেরিল বার্নার্ড যা বলতে চেয়েছেন তার অর্থ হলো মুসলিম মুজাহিদদের দ্বারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে যদি অনিচ্ছাকৃতভাবেও কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যায়, যেমন তাদের হাতে যদি ঘটনাক্রমে কোনো সাধারণ মানুষ নিহত হয় তাহলে তা নিয়ে পত্র-পত্রিকা, রেডিও টেলিভিশন ও যাবতীয় প্রচার মাধ্যম ব্যবহার করে দুনিয়াজুড়ে হুলস্থুল ফেলে দিতে হবে। সামান্য ঘটনাকে ভয়াবহ ও নির্মম করে প্রচার করতে হবে। তিলকে তাল বানিয়ে উপস্থাপন করতে হবে। যাতে করে সাধারণ জনগণের সেন্টিমেন্ট মুজাহিদিদের বিপক্ষে চলে যায়। তারা যেন জনগণের সহানুভুতি লাভে বঞ্চিত হয়।

পক্ষান্তরে আমেরিকান সন্ত্রাসীরা যখন সম্পূর্ণ বেসামরিক এলাকায় বোম্বিং করে আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা, নারী, শিশুসহ হাজার হাজার সাধারণ মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করে, হাসপাতালে বোম্বিং করে রোগীদেরকে হত্যা করে তখন তা যাতে দুনিয়ার মানুষ জানতে না পারে তার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। আর যদি কোনো সাংবাদিকের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার কারণে তা লোকেরা জেনে যায় তাহলে এই সন্ত্রাসী কর্মকান্ডকে বৈধতা দেয়ার জন্য কোনো যৌক্তিক কারণ দাঁড় করাতে হবে। কোনো কার্যকরী অজুহাত বের করতে হবে এবং এমনভাবে মানুষের মনোযোগকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে হবে, যাতে তারা তা অতি দ্রুত ভুলে যায়।

তাদের এই তথ্য সন্ত্রাসের উদ্দেশ্য হলো দুনিয়ার মানুষদের মনে এই কথা যেনো স্থায়ীভাবে গেঁথে যায় যে, মুসলিমরা হলো মানুষের প্রতি দয়া-মায়া, ভালোবাসা, মমত্ববোধ ও দায়িত্বজ্ঞানহীন এক দল নির্মম ও বর্বর লোক। পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমগুলো এই প্রবঞ্চনা ও প্রতারণামূলক তথ্যসন্ত্রাস যুগ যুগ ধরে চালিয়ে আসছে। তারা মুসলিমদের চরিত্র হননের এমন কোনো হীন পন্থা নেই যা অবলম্বন করে নি।

কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, যাদের মাথায় আকল, জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেক নামক জিনিসটির সামান্য পরিমাণও বিদ্যমান আছে তাদের এটা বুঝতে মোটেই কষ্ট হওয়ার কথা নয় যে, আমেরিকাই হলো বর্তমান দুনিয়ার সবচেয়ে ভয়াবহ সন্ত্রাসী রাষ্ট্র। তারা ইরাকে প্রায় এক যুগ ধরে অব্যাহতভাবে

https://kitabbhubon.com

তাদের সন্ত্রাসী সৈন্যদের দিয়ে নিষ্পাপ শিশু, নারীসহ লক্ষ লক্ষ সাধারণ নিরীহ মানুষকে হত্যা করে চলেছে। আফগানিস্তানে চলছে তাদের নির্মম হত্যাযজ্ঞ। সোমালিয়ায় চলছে তাদের মুসলিম হত্যার পৈশাচিক কর্মকাণ্ড। পাকিস্তানের সীমান্ত এলাকায় চলছে মুসলিমদের রক্ত নিয়ে একই ধরণের বর্বর নারকীয় হোলিখেলা।

এমন আরো অনেক দেশ থেকে তারা যখন যাকে চায় তাকে তারা তাদের গুপ্ত ঘাতক ও গোপন সন্ত্রাসী বাহিনী দিয়ে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় যখন যেখানে চাচ্ছে বোমাবাজি করছে।

ইরাক যুদ্ধ আরম্ভের পূর্বে তাদের আরোপিত নিষেধাজ্ঞার ফলে দশ লক্ষাধিক মানুষ মারা যায় এবং গোটা ইরাকী জনগণ আজ যে দারিদ্রতার মধ্যে বসবাস করছে তার কারণ ছিলো সেই অবরোধ। ঔষধসহ স্পর্শকাতর পণ্য পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞার বাইরে ছিলো না। যার কারণে বিভিন্ন রকম রোগ ব্যধি ছড়িয়ে পড়ে। এই হলো 'জনদরদী' আমেরিকার 'মহৎ' কর্মকান্ডের সামান্য বিবরণ।

গ. মৌলবাদী, চরমপন্থি ও সন্ত্রাসীদের (অর্থাৎ মুজাহিদদের) প্রতি কোনো রকম সম্মান প্রদর্শন করা কিংবা তাদের কোনো প্রশংসা থেকে বিরত থাকতে হবে।

ঘ. তাদেরকে জনগণের সামনে মানসিক বিকারগ্রস্থ এবং কাপুরুষ হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে। প্রতিপক্ষের বীরযোদ্ধা হিসেবে উপস্থাপন করা যাবে না।

অনেক সময় এমন হয় যে, শত্রু হওয়া সত্ত্বেও তার ব্যক্তিগত বীরোচিত গুনাবলীর কারণে আপনি তার প্রশংসা করতে বাধ্য হবেন। যেমন ধরুন মনের একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সালাহ উদ্দীন আইয়ুবী রহ. এর বীরত্বের ইতিহাস পশ্চিমারা গোপন করতে পারে নি।

ইতিহাসে বিভিন্ন সময় আমরা বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠির লোকদের মাঝে আমরা যুদ্ধ বিগ্রহ সংগঠিত হতে দেখি। সেক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাই যে এক পক্ষ অন্য পক্ষের প্রতি নূন্যতম একটা মানবীয় সম্মান প্রদর্শন করে থাকে।

https://kitabbhubon.com

হয়তো দেখা যাবে এক দল অন্য দল সম্পর্কে বলছে যে, হ্যাঁ তারা আমাদের শত্রু বটে তবে তারা যে সাহসী বীর যোদ্ধা এটাও সত্য। কিন্তু এই বার্নার্ড এর মতে এই নূন্যতম নীতিবান সৈনিক সুলভ আচরণও মুজাহিদদের সাথে করা ঠিক নয়।

সে বরং আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলছে যে তাদেরকে মানসিক বিকারগ্রস্থ এবং ভীতু কাপুরুষ হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে। একারণেই আমরা মুজাহিদদের ক্ষেত্রে এই 'কাওয়ার্ডলী' বা ভীতু কাপুরুষ হিসেবে আখ্যা দেয়ার ব্যাপারটি দীর্ঘদিন থেকে শুনে আসছি এবং খুবই আশ্চর্য বোধ করছি তাদের কথা শুনে। আরও আশ্চর্য হচ্ছি একারণে যে কুফফাররা না হয় তাদের শত্রুতার কারণে বলছে, কিন্তু কিছু মুসলিম নামধারী লোকও তোতা পাখির মতো তাদের সুরে সুর মিলিয়ে একই কথা বলে যাচ্ছে।

তবে আমি এখনো বুঝতে পারছি না যে ইসরাইলের সন্ত্রাসী সৈন্যদেরকে - যারা বুলেট প্রুফ জ্যাকেট ও ষ্টিলের হেলমেট পরে, বালুর ব্যাগের পেছনে ভীতুর মতো লুকিয়ে অবস্থান করা সত্ত্বেও ফিলিস্তিনী বাচ্চাদের ছোড়া পাথরের ভয়ে পালিয়ে যায়, তাদেরকে কিভাবে বীর পুরুষের সার্টিফিকেট দেয়া হচ্ছে! অথচ যে ফিলিস্তিনী বাচ্চারা খালি গায়ে ট্রাউজার আর টিশার্ট পরে কোনো রকম আগ্নেয়াস্ত্র ছাড়া হাতে শুধু পাথর নিয়ে তাদেরকে ধাওয়া করে যাচ্ছে তারা কিভাবে ভীতু কাপুরষ হয়ে গেলো?
আমার তো কিছুতেই এটি বুঝে আসছে না!!

একইভাবে আমার বুঝে আসে না আমেরিকার যে 'বীর পুরুষ' (!)রা নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার মধ্যে থেকে, বুলেট প্রুফ সামরিক যানের মধ্যে বসে ট্রিগার টিপে যুদ্ধ করে তারা কি করে বীর পুরুষ হয়ে যায়?
পক্ষান্তরে সামান্য হালকা অস্ত্র নিয়ে গেরিলা যুদ্ধে যে ইরাকী মুজাহিদরা আমেরিকান সৈন্যদের হৃদপিণ্ডে কম্পন ধরিয়ে দিলো তারা কিভাবে কাপুরুষ হয়ে গেলো!

এটি সত্যিই বোধগম্য নয় যেসব মুসলিম বীর যোদ্ধারা কোনো বেতনভুক্ত সৈন্য নয়, যারা স্বেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে, স্বানন্দে নিজের জীবনটিকে আল্লাহর

https://kitabbhubon.com

সন্তুষ্টির জন্য বিনিময়ে কোরবানী করে দেয়, যারা তাদের আদর্শ, বিশ্বাসকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য জীবনটিকে হাতের মুঠোয় নিয়ে সামনে এগিয়ে যায়, যারা হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করে নেয় সেই সকল মহান শহীদগণ কিভাবে কাপুরুষ হয়ে গেলেন!
অথচ এসকল কুফফারদের সাথে সাথে মুসলিম নামধারী কিছু কুলাঙ্গারও তোতা পাখির মতো তাদের সুরে সুর মিলিয়ে একই কথা বলে যাচ্ছে।

ঙ. মৌলবাদী ও সন্ত্রাসী (মুজাহিদ) ব্যক্তি ও সংগঠনের দুর্নীতি, কপটতা ও অনৈতিক বিষয়াদি সম্পর্কে তদন্ত করে (তাতে মিথ্যার প্রলেপ দিয়ে) জনসমক্ষে প্রকাশ করা।
আসলে সে যা বলতে চেয়েছে তা হলো, তাদের নামে মিথ্যা, বানোয়াট কাহিনী তৈরী করে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে আসামী বানিয়ে জেল-জরিমানাসহ ভয়াবহ শাস্তি দেয়া উচিত। এমনই এক মিথ্যা মামলার শিকার হলেন আমেরিকার একজন ইমাম জামিল আমীন। একজন পুলিশ অফিসারকে হত্যার অভিযোগে তাকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দেয়া হলেও বাস্তবে তার বিরুদ্ধে তেমন কোনো প্রমাণ তারা পেশ করতে পারেনি।
একইভাবে হুমাইদান আত তুর্কী, ডেনভার কলারাডোর আল বাশীর পাবলিকেশনের প্রধান। তাকে তার গৃহ পরিচারিকাকে ধর্ষণেরর দায়ে অভিযুক্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়। কি জঘণ্য ষড়যন্ত্রই না এরা করতে পারে!

আমরা এমন অসংখ্য ব্যক্তির উদাহরণ আপনাদের সামনে পেশ করতে পারি, যাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য, মান ইজ্জত ধূলোয় মিশিয়ে দেয়ার জন্য, জনমনে তাদের আধ্যাত্মিক প্রভাবকে খর্ব করার জন্য তাদের নামে জঘন্যতম নিকৃষ্ট বানোয়াট কাহিনী তৈরী করে তাদেরকে মিথ্যা মামলায় জড়ানো হয়েছে।
এধরণের আরেকটি জ্বলন্ত উদাহরণ হলো গুয়ান্তানামো বে'তে নিযুক্ত ইমাম ক্যাপ্টেইন-ই। আল্লাহই ভালো জানেন তার বিরুদ্ধে তাদের এই জঘন্যতম ষড়যন্ত্রের পেছনে কি কারণ ছিলো। খোদ আমেরিকা সরকারের নিযুক্ত একজন মার্কিন মেরিন সৈন্য হয়েও তিনি তাদের হাত থেকে রেহাই পান

নি। তার কোনো না কোনো আচরণ হয়তো তাদের মনপুতঃ হয়নি, ব্যস্! আরম্ভ হয়ে গেলো ষড়যন্ত্র!
তারা প্রথমে তাকে গোয়েন্দাবৃত্তির দায়ে অভিযুক্ত করে বললো যে সে সিরিয়ার কাছে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাচার করেছে। এরপর এ অভিযোগ যখন তারা ধোপে টিকাতে পারলো না তখন তারা আর একটি নিকৃষ্টতম অভিযোগ আনলো। তারা তার ল্যাপটপে পর্ণোগ্রাফী রাখার অভিযোগ আনলো, ব্যভিচারের অভিযোগ এনে তার পারিবারিক জীবন ধ্বংস করে দেয়ার চক্রান্ত করলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের কোনো অভিযোগই ধোপে টিকলো না এবং তারা তার বিরুদ্ধে আনীত সব অভিযোগ খারিজ করে দিতে বাধ্য হলো।

ইউ এস নিউজ এন্ড ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট আরো বলছে যে, বিভিন্ন দেশে সি আই এ বর্তমানে বেশ কিছু কার্যকরী অভিনব পদক্ষেপ নিয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো মোটা অংকের বিনিময়ে জঙ্গী (মুজাহিদ) সংগঠনের সদস্য সংগ্রহকারী ও আমেরিকা বিরোধী আলিম-উলামাদেরকে নিস্ক্রিয় করে দেয়া। আলিম-উলামা পরিচয়ধারী লোকদেরকে ব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য তারা আর এক জঘন্য ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিয়েছে। তাই তারা প্রস্তাব করেছে যে,
"তোমরা যদি দেখতে পাওয় যে রাস্তার এক প্রান্তে **মোল্লা ওমর** একটি কাজ করছে, তাহলে রাস্তার অপর পাশে **মোল্লা ব্র্যাডিলকে** বসিয়ে দাও তার বিরোধীতা করার জন্য।"

আমি সত্যিই আশ্চর্য বোধ করছি যে মুসলিম বিশ্বে আজ আলিম উলামা পরিচয়ধারী কতো অসংখ্য **মোল্লা ব্র্যাডিলরা** কুফফারদের পক্ষে কাজ করে যাচ্ছে!

তার পরবর্তী প্রস্তাবনা হলো,

চ. মৌলবাদীদের (মুজাহিদদের) মধ্যে দলাদলি ও বিভাজন সৃষ্টি করা।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

আমরা শুধু আমেরিকার রাজনৈতিক ও সামরিক আগ্রাসনেরই শিকার নই, আমরা তাদের মিথ্যাচারী আগ্রাসনেরও শিকার।

তারা আমাদের কাছে আমাদের সেই সকল ভাইদের সম্পর্কে মিথ্যাচার করে তাদের পুতঃপবিত্র চরিত্রে কালিমা লেপন করতে চাচ্ছে, যারা আমাদের জন্য, এই আপনার ও আমার জন্য, এই মুসলিম উম্মাহকে সাম্রাজ্যবাদীদের অত্যাচার থেকে মুক্ত করার জন্য বাবা-মা, স্ত্রী-পুত্র, আপনজন, আরাম-আয়েশ, ধন-সম্পদ সব কিছু ফেলে আল্লাহর পথে নিজেদের জীবন বাজী রেখে লড়াই করে যাচ্ছে। তারা তাদের নামে অবিরাম মিথ্যাচার করে যাচ্ছে, যাতে করে আমাদের অন্তরে সেই সকল মুজাহিদ ভাইদের প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষের বীজ বপন করতে পারে এবং আমাদের মধ্যে দলাদলি বিভাজন তৈরী করতে পারে।

কতো ন্যাক্কারজনকভাবে প্রকাশ্যে এই মহিলা বলছে যে, **'আমরা মৌলবাদীদের মধ্যে বিভাজন ও দলাদলী তৈরী করতে চাই।'**

যেমন আমরা দেখতে পাই যে, দুনিয়াতে যেখানেই কোনো ইসলামী দল আল্লাহর জমীনে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত করতে যায় তখন তাদের চরিত্র হনন ও তাদের গ্রহণযোগ্যতাকে ভুলুণ্ঠিত করার জন্য এমন কোনো হীন পন্থা নেই, যা তারা অবলম্বন করে না। অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার হলো যে আমেরিকার মিথ্যাচার ও পশ্চিমা মিডিয়া আগ্রাসনের শিকার হওয়ার কারণে অনেক নির্বোধ মুসলমানরাও কুফফারদের সুরে সুর মেলায়।

হে মুসলিম ভাই ও বোনেরা!

তাদের মিডিয়া আগ্রাসন ও তথ্য সন্ত্রাসের ব্যাপারে আমাদের খুবই সতর্ক হওয়া উচিত। আমাদের মুসলিম (মুজাহিদ) ভাইদের বিরুদ্ধে কুফফাররা যেসব তথ্য দেয় তার উপর কখনোই বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত নয়। তথ্য

https://kitabbhubon.com

জানার দরকার হলে অবশ্যই তা নির্ভরযোগ্য মুসলিমদের পরিবেশিত উৎস থেকে জানা উচিত। কারণ আল্লাহ সুবঃ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ.

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ! যদি তোমাদের কাছে কোনো ফাসিক কোনো সংবাদ নিয়ে আসে তাহলে তোমরা তা অবশ্যই যাচাই, বাছাই করে দেখবে। যাতে করে তোমরা (ভুল তথ্যের কারণে বিভ্রান্ত হয়ে) কারো উপর আক্রমণ করে না বসো এবং পরিশেষে তোমাদের লজ্জিত হতে না হয়।"[৭]

একজন ফাসিক বা পাপাচারী মুসলিম কোনো তথ্য সরবরাহ করলে তার ব্যাপারেই আল্লাহ তা'আলা বলছেন যাচাই বাছাই করে তার তথ্য গ্রহণ করো। ফাসিক মুসলিমের ব্যাপারেই যদি এতো কঠোরতা আরোপ করা হয় তাহলে তথ্য সরবরাহকারীরা যদি হয় কাফির, তাহলে সে তথ্যের উপর আস্থা রাখা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এটি বুদ্ধিমানের কাজও হতে পারে না।

অতএব আমরা কোনো ব্যক্তি থেকে, কোনো পত্রিকা থেকে, কোনো টিভি চ্যানেল থেকে, কোনো ওয়েবসাইট থেকে তথ্য সংগ্রহ করছি সে ব্যাপারে আমাদের খুবই সতর্ক থাকা উচিত।

উদাহরণ স্বরূপঃ

আমরা আফগানিস্তানের তালিবান শাসনের কথা বলতে পারি। তারা যখন আফগানিস্তানে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা জারী করেছিলো তখন আপনারা তাদের ব্যাপারে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে অনেক মিথ্যাচার ও বানোয়াট কল্প-কাহিনী শুনেছিলেন।

এই পশ্চিমা কাফিররা ও তাদের দোসররা ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই ন্যাক্কারজনক মিথ্যাচার এ জন্যই করেছিলো যাতে উম্মাহর মধ্যে অনৈক্য তৈরী হয় এবং

---

[৭] সূরা হুজুরাত, আয়াত ৬।

https://kitabbhubon.com

মুসলিম উম্মাহর মনে তালিবানদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। আর তাহলে তারা নিজেদের মুসলিম ভাইদেরকে ঘৃণা করতে শুরু করবে। একইভাবে সোমালিয়াতে যখন ইসলামী শাসনব্যবস্থা জারী করা হলো তখনও তারা তাদের ব্যাপারে একই রকম মিথ্যাচার আরম্ভ করে দিলো। অতএব কুফফারদের প্রপাগাণ্ডা সম্পর্কে আমাদেরকে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

এই হলো র‍্যান্ড ইনস্টিটিউশন প্রকাশিত রিপোর্টে উল্লেখিত কিছু প্রস্তাবনা যার মানদন্ডে তারা আধুনিক **র‍্যান্ড মুসলিম** ও চরমপন্থী তথা সত্যিকার মুসলিমদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে। এই কুফফারদের এসব ঘৃণ্য চক্রান্ত ষড়যন্ত্র ৯/১১ এর পূর্বে যে একেবারে ছিলো না তা নয়। কিন্তু ৯/১১ তাদের এই চক্রান্তে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এই আলোচনাতেই আমি ইতিপূর্বে ইউএস নিউজ এন্ড ওয়ার্ল্ড রিপোর্টের বক্তব্য তুলে ধরেছিলাম যেখানে তারা বলেছে,

after repeated missteps since the 911 attacks, the US government has embarked on a campaign of political warfare unmatched, since the height of the cold war."

অর্থ: "৯/১১ এর আক্রমণের পর বারবার ভুল পদক্ষেপ নিলেও ওয়াশিংটন এখন ঠিকই লক্ষ্যভেদী পাল্টা আক্রমণ হেনে যাচ্ছে। স্নায়ু যুদ্ধ পরবর্তী সময়ের চেয়েও আরো ব্যাপক রাজনৈতিক যুদ্ধের প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র সরকার।"

অতএব বোঝা যাচ্ছে যে, এই মনস্তাত্বিক যুদ্ধ ৯/১১ এর পূর্বেও বিদ্যমান ছিলো। এই সাতটি বছরে ধরে আমেরিকা অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে। তারা তাদের গোয়েন্দা সংস্থার শক্তি, অর্থবল, জনবল তথা তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে ইসলামকে বিকৃত করার জন্য।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

বৃটিশ সাম্রাজ্য তাদের সমকালীন সময়ের সবচেয়ে বড় পরাশক্তি ছিলো। গোটা দুনিয়ার নৌপথের উপর তারা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিলো, তাদের

https://kitabbhubon.com

বিপরীতে এখন আমরা দেখতে পাই যে বর্তমানে জলপথ, স্থল পথ ও আকাশ পথের সর্বত্রই আমেরিকা নিজ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে।

আমেরিকা তার প্রতিরক্ষা খাতে যা ব্যয় করে তা তার পরবর্তী ১৪টি দেশের সম্মিলিত প্রতিরক্ষা ব্যয়ের সমান এবং তা গোটা পৃথিবীর সকল দেশের সম্মিলিত প্রতিরক্ষা ব্যয়ের অর্ধেক। শুধু তাই নয়, আমেরিকা তার গবেষণা ও উন্নয়নের কাজে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে, গোটা দুনিয়ার সকল রাষ্ট্র মিলেও তাদের প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়নে তার সমপরিমাণ অর্থ ব্যয় করে না।

(অতীতের বৃটিশ আর বর্তমানের) এই যুক্তরাষ্ট্র আমাদের এই সময়ের সর্ববৃহৎ পরাশক্তি। প্রায় গোটা দুনিয়া যাদের সেনাবাহিনীর করতলে, যারা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার খরচ করে চলেছে, কিন্তু এই মনস্তাত্বিক যুদ্ধে এরা কখনোই সত্যিকার মুসলিমদেরকে পরাজিত করতে পারেনি, এখনো পারছে না এবং ইনশআল্লাহ ভবিষ্যতেও পারবে না। একথা আজ তাদের মুখ দিয়েই বেরিয়ে আসছে।

পাবলিক ডিপ্লোমেসি ও ব্রুকলিন ইনস্টিটিউটের শিবলী তালহামী নামকএক স্কলার যিনি নিজে হোয়াইট হাউজ কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত উপদেষ্টা মণ্ডলির সদস্য তিনি বলেন,

“যুক্তরাষ্ট্র যা করছে তা ব্যর্থতার চেয়েও জঘণ্যতম। কারণ ব্যর্থতার অর্থ হলো আপনি কোনো কিছু করার চেষ্টা করলেন কিন্তু কোনো কারণে সফল হতে পারলেন না। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ৯/১১ এর তিন বছর পর আমেরিকার প্রতি গোটা আরব ও মুসলিম বিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গি আরো খারাপ হয়েছে। আমেরিকার প্রতি তাদের অবিশ্বাস, অনাস্থা ও ঘৃণা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবেই বিন লাদেন এই যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে যাচ্ছে।”

অতএব এটা স্পষ্ট যে তাদের যাবতীয় অপচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে চলেছে। বার্নার্ড এবং তারর র‍্যান্ড ও পেন্টাগণের সহকর্মীদের জানা উচিত যে তাদের সকল ষড়যন্ত্র শুধু ব্যর্থই হচ্ছে না বরং তা বুমেরং হতে চলেছে। কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাই হলেন সর্বোত্তম পরিকল্পনাকারী।

https://kitabbhubon.com

হে বার্নার্ডের সাথী-সঙ্গীরা!

তোমরা ভালো করে জেনে রাখো, তোমাদের ভাষার এই মৌলবাদীরা, এই চরমপন্থীরা -যাদেরকে তোমরা অবজ্ঞা করছো, এরা শুধু ইরাক ও আফগানিস্তানে বিজয় লাভ করেই ক্ষ্যান্ত হবে না, বরং তাদের অগ্রযাত্রা অবিরামভাবে অব্যাহত থাকবে, যতক্ষণ না তারা তোমাদের মতো মানব কিট ইহুদীগুলোকে মাসজিদে আকসারর পবিত্র ভূমি থেকে বের করে দিয়ে জেরুজালেমের চূড়ায় আবারও তাওহীদের বিজয় কেতন না উড়াবে।

হে কুফফাররা!

তোমাদের যাবতীয় ষড়যন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য, কারণ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন,

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ.

অর্থ: "নিশ্চয়ই যারা কুফরী করেছে, তারা নিজদের সম্পদসমূহ ব্যয় করে, আল্লাহর রাস্তা হতে বাঁধা প্রদান করার উদ্দেশ্যে। তারা তো তা ব্যয় করবে। অতঃপর এটি তাদের উপর আক্ষেপ ও অনুশোচনার কারণ হবে (সব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে) এরপর তারা পরাজিত হবে। আর যারা কুফরী করেছে তাদেরকে জাহান্নামে সমবেত করা হবে।"[৮]

তারা এভাবে তাদের মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ব্যয় করবে এবং তা পরিণামে তাদের অনুতাপ ও অনুশোচনা আর পরাজয়ের গ্লানী ছাড়া আর কিছুই বয়ে আনতে পারবে না। আর সব শেষে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে মর্মান্তিক শাস্তির স্থান জাহান্নাম।

আদর্শ ও বিশ্বাসের এই দ্বন্দ্ব সংঘাত, মতাদর্শের এই লড়াই প্রত্যক্ষ সামরিক লড়াইয়ের চেয়েও অনেক গুরুত্বপূর্ণ। যে আদর্শ, বিশ্বাস মুসলিমদের ধারণ করা উচিত তা নিয়ে আপোষহীনভাবে কথা বলাটাও অনেক জরুরী। কারণ সামরিক বিজয়ের চেয়েও আদর্শিক বিজয় এখানে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। তাই তো আমরা দেখতে পাই যে আল্লাহ রাব্বুল

---

[৮] সূরা আনফাল, আয়াত ৩৬।

https://kitabbhubon.com

আলামীন সূরা বুরুজে যখন **আসহাবুল উখদুদের** কথা বলেছেন তখন তাদেরকে বিজয়ী ঘোষণা করে বলেছেন,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ.

অর্থ: "নিশ্চয় যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। যার তলদেশে প্রবাহিত হবে নহরসমূহ। এটাই বিরাট সফলতা।"[৯]

অথচ আমরা জানি যে আসহাবুল উখদূদের ঘটনায় মুসলিমগণ তো সামরিক দিক থেকে একেবারেই পরাজিত হয়েছিলেন। পরিখা খনন করে তাতে আগুন জ্বালিয়ে মুসলিমদেরকে আগুনে ফেলে জীবন্ত দগ্ধ করা হয়েছিলো। কিন্তু তারপরও তাদেরকে আল্লাহ সুবঃ বিজয়ী বলার কারণ হলো তারা তাদের ঈমান, আদর্শ ও বিশ্বাসে এতোটাই অটল অবিচল ছিলেন যে, জ্বলন্ত আগুনের সামনে দাঁড়িয়েও তারা বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নি।[১০]

অতএব সামরিক ময়দানের চেয়েও অনেক সময় মুসলিম জাতির মন-মস্তিস্ক, তাদের চিন্তা-চেতনা, আদর্শ-বিশ্বাস অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়।

আলহামদুলিল্লাহ!

আমেরিকা ও পশ্চিমাদের এসব চক্রান্তের ফলে অনেক সাধারণ মুসলিমরা যদি প্রতারিত হলেও বর্তমান বাস্তবতায় এটি এক কঠিন সত্য যে, কুফফারদের এই চক্রান্তের কারণেই মুসলিম জাতির অনেক ঘুমন্ত শার্দুলরাও তাদের ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠেছে। অন্যথায় এতোদিনে তারা হয়তো ব্রেইন ডেড হয়ে যেতো। বিশেষ করে যুবকদের মধ্যে এই পুনরুত্থান সত্যিই আশাব্যঞ্জক। অনেক যুবকদের মাঝে চিন্তা-চেতনার

---

[৯] সূরা বুরূজ, আয়াত ১১।

[১০] আসহাবুল উখদূদের ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্য তাফসীরে ইবনে কাসীরের সূরায়ে বুরূজের তাফসীর দ্রষ্টব্য। এছাড়াও সহীহ মুসলিমের ৭১৪৮ নং হাদীসেও ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

https://kitabbhubon.com

স্বচ্ছতা, বুঝ ও মননশীলতায় যে পরিপক্কতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা সত্যিই আশা জাগায়।

বিশেষ করে পশ্চিমা দুনিয়ার দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মের অনেক মুসলিম যুবকরা শত জঞ্জালের মধ্য থেকে বেছে ইসলামের যে বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাস ও স্বচ্ছ ধ্যান-ধারণা গ্রহণ করে চলেছে তা সত্যিই বিস্ময়কর। এটা যেন ঠিক তাই, যা আল্লাহ বলেছেন,

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ

অর্থ: "তিনি মৃত থেকে জীবনকে বের করে আনেন।"[১১]

এই যুবকরা হলো সেই সিংহের দল, যারা এতোদিন ঘুমিয়ে ছিলো, অথচ এই মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে প্রতিরক্ষা বুহ্যের প্রথম সারিতেই রয়েছে এরা। এদেরকেই এই যুদ্ধের প্রথম আক্রমণ সামলাতে হচ্ছে। আল্লাহর মেরেহাবনী যে তারা এতে মোটেই ভেঙ্গে পড়েনি, বরং তারা সত্যের পথে অবিচল দাঁড়িয়ে আছে।

মুসলিম হিসেবে তাদের যে দায়িত্ব সচেতনতা রয়েছে, দায়িত্ব পালনের যে স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ রয়েছে, **আল ওয়ালা ওয়াল বারাআহ** (আল্লাহর জন্য সম্পর্ক স্থাপন এবং আল্লাহর জন্যই সম্পর্কচ্ছেদ) এর ব্যাপারে তাদের মধ্যে যে আপোষহীনতা লক্ষ করা যায়, দুনিয়াতে আল্লাহর বিধান তথা ইসলামী খিলাফাহ কায়েমের যে প্রয়োজনীয়তা তারা অনুভব করে তা সত্যিই বিস্ময়কর!

শুধু মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকেই নয়, বরং প্রয়োজনীয় অন্য অনেক ক্ষেত্রেই তাদের পুনরুত্থান লক্ষ্যনীয়। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য নিবেদিত। পৃথিবীর আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অনেক মুসলিমরাই আজ তাদের ঘুম থেকে জেগে উঠছে।

إذا أراد الله شيئا هيئ له أسبابه.

---

[১১] সূরা আনআম, আয়াত ৯৫।

https://kitabbhubon.com

অর্থ: "যখন আল্লাহ কোনো কিছু চান, তখন তিনিই তার জন্য প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ প্রস্তুত করে দেন।"[১২]

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমেরিকা একটির পর একটি ভয়াবহ সাংঘাতিক ভুল করে যাচ্ছে। যেমন ইরাক যুদ্ধ। একথা আজ একেবারেই স্পষ্ট যে, ইরক আগ্রাসন আমেরিকার জন্য এক চতুর্মুখী ভয়াবহ বিপর্যয় বয়ে এনেছে। এটা শুধু আমাদের কথা নয় স্বয়ং আমেরিকার ফরেইন সার্ভিসের একজন অফিসারও অকপটে বলে ফেলেছেন যে,

"বুশের ইরাক আগ্রাসনের যে ফলাফল একের পর এক প্রকাশিত হচ্ছে তাতে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, ভিয়েতনাম যুদ্ধের পর আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতিতে এমন ব্যর্থতার উদাহরণ দ্বিতীয়টি আর খুঁজে পাওয়া যাবে না এবং আরো ভয়াবহ ব্যাপার হলো যে এই পরিস্থিতির কোনো শেষ দেখা যাচ্ছে না।"

আসলেই সত্য! এ পরিস্থিতির কোনো কূল কিনারা দেখা যাচ্ছে না। কেবল এর শুরুটিই আপনারা দেখছেন। ৯/১১ এর সাত বছর পরও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আল্লাহর রহমতে আফগানিস্তান, ইরাক, চেচনিয়া, ফিলিস্তিন ও সোমালিয়াতে আল্লাহর এমন এক দল বান্দারা রয়েছেন যারা আপোষহীনভাবে সত্যের পথে পাহাড়ের মতো অটল অবিচল দাঁড়িয়ে আছেন। ৯/১১ পূর্ববর্তী সময়ে পরিস্থিতি এমন ছিলো না। এসব কিছুর মধ্য দিয়ে মুসলিমদের জন্য ধীরে ধীরে অনুকুল পরিস্থিতি তৈরী হচ্ছে।

---

[১২] ইমাম ইবনে আসীর রহ. এর কালজয়ী ইতিহাস গ্রন্থ 'আল-কামিল' থেকে সংগৃহীত মূলনীতি।

https://kitabbhubon.com

বুশের ইরাক আক্রমণ কি ফলাফল বয়ে এনেছে?

ইসলামী রাষ্ট্র পুন:প্রতিষ্ঠার একটি সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছে। যে জিনিষের ভয় তাদেরকে সারাক্ষণ তারা করে ফিরছিলো, যে রাষ্ট্রের পুন:প্রতিষ্ঠা রোধ করার জন্য তাদের এই সব যুদ্ধ-বিগ্রহ, চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণ অনভিপ্রেতভাবে তাদেরই কর্মকান্ড সেই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ তৈরী করে দিলো।

আসলে এটা হলো মহান আল্লাহ তা'আলার একটি ফাঁদ যা তিনি তাদের জন্য পেতেছেন। প্রত্যেক ফেরাউনের জন্যই আল্লাহ তা'আলা একজন মূসাকে পাঠান। আর এই বিংশ শতাব্দীর ফেরাউনী রাষ্ট্র আমেরিকাকে শায়েস্তা করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আমেরিকাকে দিয়ে ফেরাউনের সেই আচরণই করাচ্ছেন যে আচরণ করলে এর পরিণতিও অতীতের ফেরাউনের মতোই হবে।

আর নিয়তির এই মহা ভুল পদক্ষেপ নেয়া থেকে এরাও বিরত থাকতে পারবে না। অতীতের ফেরাউন যেমন অনেক হিসাব নিকাশ কষে তার ষড়যন্ত্রের জাল বুনেছিলো এবং তার পরিকল্পনা করেছিলো, কিন্তু তারা টেরই পায়নি যে তাদেরকে দুনিয়া থেকে মুছে দিয়ে মূসা আ. ও বনী ইসরাঈলদেরদকে বিজয় দান করতে পারেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমেরিকার ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটছে। ঠিক যেন ইতিহাসের হুবহু পুনরাবৃত্তি। তারা নিজেরা নিজেদেরকে টেনে এনে এমন এক মৃত্যু কূপের মধ্যে ফেলেছে যে এখন আর শত ইচ্ছা করলেও সে কূপ থেকে তারা আর নিজেদেরকে বের করতে পারছে না।

আমি আপনাদেরকে অতি সাম্প্রতিক সময়ে ঘটে যাওয়া একটি ঐতিহাসিক ঘটনা শুনাতে চাই। ঘটনাটি হলো- ইরাকের রাজধানী বাগদাদে নতুন করে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। আপনাদের অবগতির জন্য বলছি, এই বাগদাদ হলো সেই নগরী যার সাথে ইসলামী ইতিহাস ঐতিহ্যের রয়েছে এক গভীর ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। এই বাগদাদ হলো

https://kitabbhubon.com

সেই নগরী যার সাথে রয়েছে ইসলামী ইতিহাস ঐতিহ্যের এক গভীর ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। এই বাগদাদ হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মানিত চাচা হযরত আব্বাস রা. এর বংশধরদের প্রতিষ্ঠিত আব্বাসী খিলাফাতের রাজধানী। তারাই বাগদাদকে ইসলামী খিলাফাতের রাজধানী বানিয়েছিলেন। মুসলিম সভ্যতার উন্নতি, অগ্রগতি, মুসলিম বিজ্ঞানীদের জ্ঞান-গবেষণা, আবিষ্কার-উদ্ভাবন ইত্যাদির সাথে বাগদাদের রয়েছে সুদীর্ঘ আলোকিত ইতিহাস। তাদের সময়ে বাগদাদ ছিলো পৃথিবীর বৃহত্তম নগরীগুলোর একটি।

বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে বাগদাদ মুসলিম বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে এই জাতিকে সেবা দিয়েছে। সুতরাং এই ঐতিহাসিক বাগদাদ নগরীতে পুনরায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘটনা নিশ্চয়ই অনেক গুরুত্ব বহন করে। আরো একটি বিষয় হলো বর্তমানে যার নেতৃত্বে এই রাষ্ট্র ঘোষণা দেয়া হচ্ছে তিনি হলেন হযরত আলী রা. এর একজন বংশধর।
তবে পশ্চিমা বিশ্ব এই ঘটনাটি জেনেও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে না জানার ভান করছে, যাতে করে ঘটনাটি মুসলিম জাতি জেনে না যায়।

এইখন এই রাষ্ট্র পরবর্তী পূর্ণাঙ্গ ইসলামী খিলাফাত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত টিকে থাকুক কিংবা ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা পুন:প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে শত্রুদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের কারণে তা ধ্বংস হয়ে যাক তাতে কিছুই আসে যায় না। সর্বাবস্থায় এটি একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহনকারী মুহূর্ত।
ইরাকী মুজাহিদদের প্রতিষ্ঠিত এই রাষ্ট্র টিকে থাক কিংবা না থাক সেটা কোনো বিষয় নয়, কারণ আমরা আমাদের আশা ভরসাকে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর উপর নির্ভরশীল করতে চাই না। এটা মুসলিমদের পদ্ধতিও নয়।

মুসলিম জাতি প্রজন্মের পর প্রজন্ম দুনিয়াতে আসতে থাকবে এবং প্রত্যেকে তার উপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে থাকবে, কিন্তু মুসলিম জাতি ভরসা ও নির্ভর করবে একমাত্র আল্লাহর উপর, অন্য কারো উপর নয়।

https://kitabbhubon.com

তাই তো আমরা দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ইন্তিকাল করেন তখন আবূ বকর রা. মুসলিমদেরকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন,

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ

অর্থ: "আর মুহাম্মাদ কেবল একজন রাসূল। তার পূর্বে নিশ্চয়ই অনেক রাসূল বিগত হয়েছে। যদি সে মারা যায় অথবা তাকে হত্যা করা হয়, তবে তোমরা কি তোমাদের পেছনে ফিরে যাবে? আর যে ব্যক্তি পেছনে ফিরে যায়, সে কখনো আলাহর কোন ক্ষতি করতে পারে না। আর আল্লাহ অচিরেই কৃতজ্ঞদের প্রতিদান দেবেন।"[১৩]

অতএব এই ইসলামী রাষ্ট্রের ভবিষ্যত যাই হোক, টিকে থাকুক বা ধ্বংস করে দেয়া হোক তাতে কিছুই যায় আসে না। বরং এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণাই এখানে এক বিশাল ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে অনেক মুসলিমগণ এই ঐতিহাসিক ঘটনা ও এর গুরুত্ব সম্পর্কে অনবহিত। তবে কেউ জানুক বা না জানুক, এই রাষ্ট্র টিকে থাকুক কিংবা না থাকুক এই ঘোষণা দীর্ঘ দিন ধরে একটি আদর্শের তাত্ত্বিক জগতে অবস্থান থেকে বাস্তবতার জগতে আগমনের এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত।

ইসলামী শাসনব্যবস্থা, ইসলামী খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এখন আর নিছক কোনো তত্তকথা নয়, এটা এখন পরিণত বাস্তব সত্য। এই ঘটনা বর্তমান সময়ের আরো একটি সত্য পৃথিবীরর সামনে তুলে ধরছে, আর তা হলো এই যে মুজাহিদগণ, এরা এখন আর তাদের কষ্টার্জিত বিজয়ের সুফল অন্যদেরকে নির্বিঘ্নে ভোগ করার জন্য ছেড়ে দিবে না। তাদের উদ্দেশ্য এখন আর শুধু দখলদারদেরকে তাড়িয়ে দেশকে তাদেরই স্থানীয় দোসর মুনাফিক শাসকদের হাতে ছেড়ে দেয়া নয়; বরং জীবন বাজি রেখে তাদের এই লড়াই করার

---

[১৩] সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৪৪।

https://kitabbhubon.com

উদ্দেশ্য হলো ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যা ভবিষ্যতে বিশ্বব্যাপী ইসলামী খিলাফাত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

গোটা দুনিয়ার ঘটনা প্রবাহ লক্ষ্য করলে আপনারা এটা নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারবেন যে আমরা একটু একটু করে দুনিয়ার কাল পরিক্রমা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সেই হাদীসের শেষ অংশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি যেখানে তিনি বলেছেন,

تَكُونُ النُّبوَّةَ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا، فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ، ثُمَّ سَكَتَ.

অর্থ: "তোমাদের মধ্যে নবুয়্যত থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন, অতঃপর তিনি তা তুলে নিবেন যখন তা তুলে নেবার ইচ্ছা করবেন। তারপর আসবে নবুয়্যতের আদলের খিলাফত। তা তোমাদের মধ্যে থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ্ ইচ্ছা করবেন, অতঃপর আল্লাহ তা তুলে নিবেন যখন তা তুলে নেবার ইচ্ছা করবেন। তারপর আসবে কামড়ে ধরে থাকা শাসন, তা থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ্ ইচ্ছা করবেন। অতঃপর তিনি তা তুলে নিবেন যখন তা তুলে নেবার ইচ্ছা করবেন। তারপর আসবে জুলুমের শাসন এবং তা তোমাদের ওপর থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ্ ইচ্ছা করবেন। অতঃপর তিনি তা তুলে নিবেন যখন তা তুলে নেবার ইচ্ছা করবেন। তারপর ফিরে আসবে নবুয়্যতের আদলের খিলাফত।' এরপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নীরব থাকলেন।"[১৪]

[১৪] নুমান বিন বশীর রা. এর বর্ণনায় মুসনাদে আহমাদ কিতাবে সংকলিত। শাইখ আলবানী রহ. হাদীসটিকে তার সিলসিলাতুস সাহীহার ৫ম খণ্ডে সাহিহ বলেছেন।

https://kitabbhubon.com

ইরাকে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা সম্পর্কে আমেরিকা না জানার কোনো কারণ নেই। কেননা তাদের সৈন্যরা সেই ইসলামী রাষ্ট্রের সৈন্যদের সাথে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত। এমনকি তারা এই রাষ্ট্রপ্রধানকে একটি কাল্পনিক চরিত্র বলে আখ্যা দিয়েছে। তারা সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল হওয়া সত্ত্বেও না জানার ভান করে মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছে। কারণ তারা খিলাফাহ ব্যবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা রাখে। তারা এর ব্যপকতা, কার্যকারিতা এবং তাদের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী ব্যবস্থার প্রতি খিলাফাহ ব্যবস্থা যে ভয়াবহ বিপদ বয়ে আনবে তা তারা ভালো করেই জানে।

তারা চায় না মুসলিম জাতি এই তথ্য জেনে যাক। তারা চায় না এই তথ্য শুনে মুসলিম জাতি আবার ঘুম থেকে জেগে উঠুক। এজন্য তারা সর্বাত্মক চেষ্টা করছে এই সংবাদটি ধামাচাপা দিতে। কিন্তু আমরা জানি যে এই ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে তারা দশ লক্ষ্য সৈন্যের এক বিশাল যৌথ বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করা সত্ত্বেও আল্লাহর মেহেরবানীতে তারা অটল অবিচলভাবে তাদের মোকাবেলা করে যাচ্ছে।

খিলাফাহ ব্যবস্থার ব্যাপারটিকে পশ্চিমারা দীর্ঘ দিন হয়তো ভুলে গিয়েছিলো অথবা পিছনে ফেলে রেখেছিলো। কিন্তু বর্তমান সময়ে আবার বিষয়টি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছে। কারণ এই ব্যবস্থা এখন তাদরে জন্য সাক্ষাত বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা উপলব্ধি করতে পারছে যে মুসলিমগণ পুনরায় বিশ্বব্যাপী ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তাই পশ্চিমাদেরকে আমরা আজকাল খিলাফাহ ব্যবস্থা সম্পর্কে নানারকম মন্তব্য করতে দেখি। যেমন ২০০৫ এর অক্টোবরে বুশ বলেছিলো,

The militants believe that controlling one country will rally the Muslim masses enabling them to overtrhow all moderate governments in the region and establish a radical islamic Empire that spans from Spain to indonesia."

https://kitabbhubon.com

অর্থ: "সন্ত্রাসীরা (মুসালিম মুজাহিদ, খিলাফত ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে আন্দোলনকারীরা) বিশ্বাস করে তারা যে কোনো একটি রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিতে পারলে মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে একটি আত্মবিশ্বাস তৈরী হবে যা তাদেরকে এই অঞ্চলের অন্যান্য মডারেট সরকারগুলোকে উচ্ছেদ করে এমন এক চরমপন্থী ইসলামিক সম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে উজ্জীবিত করবে। যার ব্যপ্তি হবে স্পেন থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত।"[১৫]

লক্ষ্য করুন! বুশ স্পেনের কথা বলেছে, যা প্রমাণ করে সে আন্দালুস বা ইসলামিক স্পেনের ইতিহাস বেশ ভালো করেই জানে।
২০০৬ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বুশ আরো বলে যে, "এই ইসলামী সম্রাজ্য হবে সামগ্রিক অর্থে একটি পরিপূর্ণ ইসলামী সম্রাজ্য। যা ইউরোপ থেকে নর্থ আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াসহ বর্তমান ও অতীতের সকল মুসলিম ভূখণ্ড নিয়ে গঠিত হবে।

আমেরিকার প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ড তার এক বিবৃতিতে বলেছে যে,
"তারা উত্তর আমেরিকার থেকে দক্ষিণ এশিয়ার সরকারদের উচ্ছেদ করে তা দখল করতে চায় এবং একটি খিলাফত পুন:প্রতিষ্ঠা করতে চায়। যার ব্যাপারে তারা আশা করে যে, একদিন সকল মহাদেশ দখল করে নিবে। তারা একটি ম্যাপের নকশা করেছে ও সরবরাহ করেছে। যেখানে জাতীয় সীমানাসমূহ মুছে ফেলা হয়েছে এবং একটি বৈশ্বিক চরমপন্থী সম্রাজ্য দ্বারা পরিবর্তিত করা হয়েছে। আমরা যদি তাদের বক্তব্য না শুনি এবং তাদের উদ্দেশ্যের গভীরতা অনুধাবন করতে না পারি তাহলে তা হবে আমাদের জন্য এক ভয়াবহ ভুল।"[১৬]

---

[১৫] জর্জ বুশ, সাবেক প্রেসিডেন্ট, আমেরিকা।
[১৬] ডোনাল্ল রামসফেল্ড, আমেরিকার প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী।

https://kitabbhubon.com

এরপর রয়েছে টনি ব্লেয়ার। তার ভাষায় একটি খারাপ মতাদর্শকে(!) (অর্থাৎ ইসলামকে) প্রতিহত করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দিতে গিয়ে সে বলেছে,

অর্থ: "একটি সক্রিয় তালেবান রাষ্ট্র এবং আরব বিশ্বের কোথাও ইসলামী শরীয়া প্রতিষ্ঠিত হওয়া সমগ্র মুসলিম জাতির সম্মিলিত খিলাফাত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথকে সুগম করবে।"

এ সংক্রান্ত আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ উক্তি এখানে সংযুক্ত করা হলো,

``They Talk About Wanting To Re -Establish What You Cold Refer To As The Seventh -Century Caliphate. To Be Governed By Shariah Law. The Most Rigid Interpretation of the Quran."

-Dick Cheney. Former U.S Vice President

অর্থ: "তারা পুন:প্রতিষ্ঠার কথা বলে, যাকে আপনারা বলতে পারেন, ৭ম শতাব্দীর খিলাফত। যাতে তারা শরীয়াহ্ আইন দ্বারা পরিচালিত হতে পারে, যেটা কুরআনের সবচেয়ে কট্টর ব্যাখ্যা।"[১৭]

``There Can Be No Negotiation About The Re-Creation Of The Imposition Of Sharia (Islamic) Law."

-Charles Clarke. Former U.K Home Secretary. 6 OCTOBER, 2005.

অর্থ: "খিলাফত পুন:প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কোন সমঝোতার প্রশ্নই আসে না। শরীয়াহ্ আইন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কোন বোঝাপড়া নেই।"[১৮]

``Iraq's Future Will Either Embolden Terrorists And Expand Their Reach And Ability To Re Establish A Caliphate. Or It Will Deal Them A Cropping Blow. For us. Failure In Iraq Is Just Not An Option.

---

[১৭] ডিকচেনী, সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট, আমেরিকা।

[১৮] চার্লস ক্লার্ক, বৃটেনের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, ৬ই অক্টোবর, ২০০৫।

https://kitabbhubon.com

অর্থ: "ইরাকের ভবিষ্যত হয় সন্ত্রাসীদের শক্তিশালী করবে, তাদের সমর্থক বৃদ্ধি ও দলকে ভারী করবে এবং খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের যোগ্য করে তুলবে। ইরাকে আমাদের ব্যার্থ হওয়ার কোন সুযোগই নেই।"[১৯]

``They Will Try To Re-Establish A Caliphate Throughout The Entire Muslim World. We Need To Learn What These People Intend To Do From Their Own Words" - John Abizaid. US. Commander In The Middle East:

অর্থ: "তারা সমগ্র বিশ্বজুড়ে খিলাফত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালাবে। তাদের নিজস্ব কথা থেকে আমাদের তাদের সংকল্প বুঝতে হবে।" (জন আবিজাইদ, আমেরিকান সেনানায়ক, মধ্যপ্রাচ্য)

সর্বশেষ আমাদের কাছে রয়েছে জেনারেল ডেভিড পেট্রাউসের বক্তব্য। সম্প্রতি ইরাকে সৈন্য বৃদ্ধির পর সৈন্য বৃদ্ধির ব্যাপারে তার দাবীর যৌক্তিকতা পেশ করতে গিয়ে সে বলেছে,

"এই সিদ্ধান্ত নেয়ার উদ্দেশ্য হলো আল কায়দার স্পর্শকাতর ও ভয়াবহ হামলা করা এবং একের পর এক সহিংস ঘটনা ঘটানোর ক্ষমতা হ্রাস করা, যা তারা দীর্ঘ দিন থেকে ব্যাপকভাবে করে আসছে। সাথে সাথে তারা ইসলামী খিলাফাহ প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। যা হবে তাদের আসল ঘাটি।"

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এরা সবাই এখন খিলাফাতের কথা বলছে। কারণ খিলাফাহকে এখন তারা একটি বাস্তব হুমকি বলে বিবেচনা করছে। কেননা বিষয়টি এতোদিন কেবলমাত্র তাত্ত্বিক থাকলেও এখন তা বাস্তবে রূপ নিচ্ছে।

অতএব প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

আমাদের দ্বীন ইসলামকে রক্ষার জন্য কুফফারদের এ ধরণের অযাচিত হস্ত ক্ষেপ ও ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে আমাদের রুখে দাঁড়ানো উচিত।

---

[১৯] -Eric Edelman. U.S, Under Secretary Of Defense" 6 October. 2006।

https://kitabbhubon.com

অবশ্যই আমাদের ঘুরে দাড়ানো উচিত। সত্যকে আপোষহীনভাবে মানুষের সামনে তুলে ধরা উচিত। সত্যকে রক্ষার জন্য নিরন্তর সংগ্রাম করে যাওয়া উচিত। আমাদের বুকে সাহস রাখা উচিত। আল্লাহর শত্রুরা আমাদের বিরুদ্ধে কি চক্রান্ত করলো, কি ষড়যন্ত্রের জাল বুনলো তাতে আমাদের কিছুই আসে যায় না। তার প্রতি আমাদের মোটেই ভ্রুক্ষেপ করা উচিত নয়। কেননা এই যুদ্ধে চুড়ান্ত বিজয় অবশ্যই মুসলিম উম্মাহর হবে। মহান আল্লাহ তার এক হাদীসে কুদসীতে বলেছেন,

من عادى لى وليا فقد أذنته بالحرب.

অর্থ: "যারা আমার বন্ধুদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে আমি মহান আল্লাহ স্বয়ং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবো।"[২০]

আমেরিকা আল্লাহর বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। সুতরাং তাদেরকে স্বয়ং আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। আর আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ফল সকলেরই জানা।

এখন প্রশ্ন হলো এই যুদ্ধে আমাদের ভূমিকা কি হবে?

আমরা কিভাবে এই যুদ্ধ মোকাবেলা করবো?

আল্লাহ তো তার দ্বীনকে নিশ্চয়ই বিজয়ী করবেন, কিন্তু আমাদের কি ভূমিকা হবে?

আমি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই, আমাদের অবশ্যই সক্রিয়ভাবে এই যুদ্ধে আল্লাহর বন্ধুদের পক্ষ নিয়ে আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে হবে। কারণ আমরা এই বিজয়ের অংশীদার হতে চাই। আমরা এই মহান পুরস্কারের মধ্যে আমাদেরও একটা অংশ রাখতে চাই। আমরা কিছুতেই এখানে কেবলমাত্র নিরব দর্শকের ভূমিকা নিতে চাই না।

---

[২০] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫০৯।

https://kitabbhubon.com

আমাদের করণীয়

১. আমেরিকা যদি প্রকাশ্যে নির্লজ্জের মতো ঘোষণা দেয় যে তারা ইসলামকে বিকৃত করতে বদ্ধ পরিকর, তাহলে আমাদেরও উচিত নিজ দীন, ধর্ম ও আদর্শকে এই কুচক্রিদের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করার জন্য আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করা। আমাদের যার যা আছে তা নিয়ে এই শয়তানদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া।

ইসলামের যেসব বিষয়কে এরা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বিতর্কিত করে ফেলেছে আমাদের উচিত সেসব ব্যাপারে ইসলামের সঠিক বক্তব্যকে আপোষহীনভাবে স্বচ্ছতার সাথে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা ও তা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি গোটা বিশ্ববাসীর কাছে ব্যাপকভাবে উপস্থাপন করা।

আল্লাহর জমীনে আল্লাহর শরীয়া ভিত্তিক শাসন তথা খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আমাদের প্রকাশ্যে ও ব্যাপকভাবে কথা বলা।
কুফফারদের ল্যাবরেটরীতে উদ্ভাবিত সম্পূর্ণ কুফরী আদর্শ ভিত্তিক গণতন্ত্রের ব্যাপারে ইসলামের বক্তব্য আমাদের উচিত জনগণের সামনে তুলে ধরা, ইসলামের শূরা ব্যবস্থার সুফল ও কার্যকারিতা ব্যখ্যা করা।

ইসলামী দণ্ডবিধি, হুদুদ-কিসাস, ইসলামী ফৌজদারী আইন, বহু বিবাহ, নারী অধিকার ও মানবাধিকার ইত্যাদি বিষয়ে ইসলামের বক্তব্য এবং আমাদের অবস্থান আপোষহীনভাবে জনসমক্ষে তুলে ধরা।

মুসলিম জনসাধারণ যেন পশ্চিমা কুফফারদের মিডিয়ার চক্রান্তের শিকার না হয়, তাদের মিথ্যাচার ও প্রপাগান্ডার দ্বারা প্রতারিত না হয় সেজন্য এসব ব্যাপারে সততার সাথে, স্বচ্ছতার সাথে, আমানতদারীতার সাথে, আপোষহীনভাবে হৃদয়গ্রাহী করে এসব ব্যাপারে ইসলামের বক্তব্য তুলে ধরা।

https://kitabbhubon.com

২. আমেরিকার যাবতীয় ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকা উচিত। কারণ তারা তাদের অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য যে কোনো উপায় উপকরণ ব্যবহার করতে পিছপা হবে না।

ইউএস নিউজ এন্ড ওয়াল্ড রিপোর্টের যে আর্টিকেল থেকে আমরা উদ্ধৃতি দিয়েছি সেই একই আর্টিকেলে তারা বলেছে যে, "মুসলিমদেরকে পথভ্রষ্ট করার জন্য সম্ভাব্য যে কোনো উপায় অবলম্বন করতে হবে। এমনকি মিউজিক, কৌতুক, কবিতা, ইন্টারনেট ইত্যাদি সব কিছুর মাধ্যমে আমেরিকার দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণযোগ্যভাবে গোটা আরব তথা মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে হবে।"

অতএব তাদের যে কোনো ব্যাপারে আমাদেরকে খুবই সতর্ক থাকতে হবে।

৩. এই কুফফাররা যেহেতু চায় সত্যিকার মুসলিমদেরকে (মুজাহিদদেরকে) এবং তারা যে সত্যেরর পথে লড়াই করছে সেই সত্যকে সাধারণ জনগণের সামনে হেয় প্রতিপন্ন করতে, যেমনটি তারা র‍্যান্ডের রিপোর্টে প্রস্তাব করেছে, সেহেতু আমাদের উপর আবশ্যক হয়ে দাড়ায় সত্যপন্থী আলিম উলামা ও দায়ীদের পক্ষ অবলম্বন করা, তাদের বক্তব্য বেশি করে প্রচার করা।

তারা যদি চায় আমাদের চিরন্তন সত্য আদর্শকে হেয় প্রতিপন্ন করতে, তবে আমাদেরও উচিত সত্যের প্রচার প্রসার ও প্রতিষ্ঠায় আরো বেশি আত্মনিয়োগ করা। এটা প্রত্যেক মুসলিমের উপর তার সামর্থ অনুযায়ী অত্যাবশ্যক হয়ে দাড়ায়। কারণ আমাদের মনে রাখা দরকার যে আমরা এমন এক জাতির বিরুদ্ধে লড়াই করছি, যারা বৈষয়িক দিক থেকে খুবই সমৃদ্ধ জাতি এবং তাদের সাথে জোট বেঁধেছে আরো কিছু সমৃদ্ধ জাতি। আর আমাদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন,

https://kitabbhubon.com

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ.

অর্থ, "কাফিরদের বিরুদ্ধে (যুদ্ধ করার জন্য) তোমরা যত পার শক্তি অর্জন কর এবং তোমাদের পালিত ঘোড়ার মধ্যে হতে। যাতে তোমরা ভীত সন্ত্রস্ত করতে পার আল্লাহর শত্রুদেরকে এবং তোমাদের শত্রুদেরকে। এবং অপর আরেক দলকে যাদেরকে তোমরা চিন না; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে চিনেন।"[২১]

অতএব তারা যেমন আমাদের দ্বীন ইসলামকে বিকৃত করতে চাচ্ছে, মিথ্যার প্রসার ঘটাতে কাজ করছে, একইভাবে তাদের মোকাবেলায় আমাদেরও উচিত তাদের মুখোশ খুলে দেয়া। আল্লাহর সত্য দ্বীনের প্রচার প্রসার ও প্রতিষ্ঠায় আমাদের জান মাল কোরবানী করা তথা সর্ব শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া।

৪. সত্য সম্বলিত যাবতীয় উপায় উপকরণ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়া উচিত। সত্যপন্থী বই-পুস্তক, প্রবন্ধ, অডিও, সিডি-ভিসিডি, ওয়েবসাইট তথা যে কোনো ধারণের উপায় উপকরণ নিজেদের অর্থ ব্যয় করে প্রচার করা।

৫. আমাদের প্রচার মাধ্যম এবং সম্পদ দিয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ করা উচিত। আমাদের মুখ ও যবান ব্যবহার করা উচিত। অর্থাৎ সব সময় আপোষহীনভাবে সত্য কথা বলা উচিত এবং সত্যের প্রচার প্রসারের জন্য যথাসাধ্য অর্থ সম্পদ ব্যয় করা উচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ প্রসঙ্গে বলেন,

---

[২১] সূরা আনফাল, আয়াত ৬০

https://kitabbhubon.com

عن انس قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم والسنتكم.

অর্থঃ "হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো ধন-সম্পদ, জান প্রাণ ও মুখ দ্বারা।"[২২]

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

সাংস্কৃতিকভাবে সত্যের প্রচারও জিহাদের একটি অংশ। তাই সবশেষে আমি যে বিষয়টি বলতে চাই তা হলো, আমাদের মুসলিমদের মাঝে তাদের সাংস্কৃতিক পরিচয় সম্পর্কে ব্যাপকভাবে সচেতন করে তোলা। তারা যদি আমাদেরকে ইসলাম পূর্ব জাহেলী সভ্যতার দিকে টেনে নিয়ে যেতে চায় তাহলে আমাদের উচিত আমাদের ইসলামী সভ্যতার ইতিহাসকে তুলে ধরা। আমাদের পূর্ব পুরুষ সাহাবায়ে কিরামদের ইতিহাস তুলে ধরে বলে দেয়া উচিত আমরা কোন জাতি, কি আমাদের ইতিহাস, আমরা কাদের উত্তরসূরী।

আমাদের উচিত মুসলিমদের মাঝে উম্মাহ বোধকে জাগ্রত করে তোলা, সবাইকে বুঝানো উচিত যে, আমরা এমন একটি উম্মাহর সদস্য যে উম্মাহবোধ অতীতের গোত্রবাদ ও বর্তমান সময়ের সংকীর্ণ কুফরী জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে অনেক উন্নত ও কল্যাণকর।

আমাদের নিজেদেরকে সব সময় এক জাতি মনে করা উচিত। আমাদের বর্ণ, গোত্র, ভাষা, দেশ, ভূখন্ড যাই হোক না কেন, পৃথিবীর যে প্রান্তেই আমরা বসবাস করি না কেন আমরা সকলেই এক উম্মাহর সদস্য। ঐক্যবদ্ধ হওয়ার যতো উপাদান ও মূলনীতি রয়েছে তার সব কিছুর উপরে আমাদের এই উম্মাহবোধকে প্রাধান্য দেয়া উচিত।

---

[২২] নাসাঈ, আবু দাউদ। শাইখ আলবানী রহ.ও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

https://kitabbhubon.com

আল্লাহ তা'আলাই আমাদের বিজয় দান করবেন একথা মনে করে আমাদের হাত পা গুটিয়ে বসে থাকার কোনো কারণ নেই। আমাদের সকল ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ানো উচিত। **'তায়েফাতুম মানসূরা'** বা **ফিরকাতুন নাজিয়াহ'**র অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য আমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে আমাদের সর্ব শক্তি নিয়োগ করা উচিত।

কারণ বিদআতের প্রসারে এখন আর শুধু স্বল্প সামর্থবান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলই নিয়োজিত নয়, এখন বিদআতের প্রচার প্রসারে স্বয়ং আমেরিকা সরকার এবং তাদের দোসররা ব্যাপক অর্থায়ন আরম্ভ করে দিয়েছে। অতএব হক্ব ও বাতিলের এই আদর্শিক যুদ্ধে গোটা বিশ্ববাসীর সামনে সত্যকে তুলে ধরা সত্যপন্থীদের নৈতিক দায়িত্ব।

হক্ব ও বাতিলের এই চিরন্তন যুদ্ধে একজন সাহসী বীর যোদ্ধা হিসেবে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের প্রত্যেককে কবুল করুন। আমীন।

https://kitabbhubon.com